চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের
প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 23 August 2019 ■ আগরতলা, ২৩ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ৫ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সুধারামে দম্পতির ফাঁসিতে আত্মহত্যা, বড়জলায় স্ত্রীকে খুন করে পালিয়ে গেল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট ।। স্বামী স্ত্রীর একসাথে আত্মহত্যার ঘটনা এবং অন্য জায়গায় স্ত্রীকে খুন করার ঘটনায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেমন প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে তেমনি রাজ্যের মানুষের যে অভাব অনঠন দিনদিন মারাত্মক রূপ নিচ্ছে তা প্রকাশ পাচ্ছে। ঋণের জালায় ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে চলেছে।

গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে এক দম্পতি। ঘটনাটি ধলাই জেলার অন্তর্গত আমবাসা মহকুমা ও থানাধীন সুধারামপাড়া এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রেম পর্বের শেষে গত আট মাস আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন পঙ্কজ দেব (২৬) এবং পাপিয়া দাস (১৯)-রা। সামাজিকভাবে তাঁদের বিয়ে হয়েছি।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ পঙ্কজ এবং পাপিয়া প্রতিদিনের মত পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ভাত খেয়ে ঘুমোতে যায়। আজ সকাল আটটা নাগাদ তার ঘুম থেকে উঠছে না দেখে বাড়ির লোকজন তাদের ডাকাডাকি করতে থাকেন। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোনও জবাব না পাওয়ায় তাঁরা শঙ্কিত হয়ে হইচই ফেলে দেন। তাঁদের চিৎকারে পাশের বাড়ির একজন এসে ঘরের কোনও এক জায়গায় ফাঁক গলিয়ে দেখতে পান পঙ্কজ এবং পাপিয়া গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলছে।

খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ইত্যবসরে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশীদের ভিড় জমতে থাকে বাড়িতে। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত করে মৃতদেহ নীচে নামিয়ে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।

এদিকে দম্পতি কেন আত্মহত্যার করেছে, তার কারণ জানা যায়নি। তবে বলা হচ্ছে, পেশায় অটোচালক পঙ্কজ অতিরিক্ত ঋণের চাপে জর্জরিত ছিল। হয়তো এ-জন্যই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ এক মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে মর্মান্তিক এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়জলার মধ্য পঞ্চায়েত পাড়ায় স্বামীর হাতে খুন হল স্ত্রী। নিহতের নাম সুপ্রিয়া দেবনাথ। অভিযুক্ত স্বামীর নাম মনীষ রুদ্রপাল। বড়জলার একটি বাড়িতে গত প্রায় একমাস ধরে তারা ভাড়া থাকত। বৃহস্পতিবার এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শ্বাসরুদ্ধ করেই স্বামী মনীষ রুদ্রপাল তাকে হত্যা করেছে। ঘটনার সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বড়জলার মধ্য পঞ্চায়েত পাড়ায় এক গৃহবধূকে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জানা যায়, প্রায় একবছর আগে ভালবাসার ফাঁদে পড়ে প্রথম পক্ষের স্বামী ও এক শিশু সন্তানকে ফেলে মনীষের হাত ধরে নতুন করে সংসার জীবনে আবদ্ধ হয় সুপ্রিয়া। প্রায় একবছর মনীষের বাড়িতেই ছিল সুপ্রিয়া। মনীষ পেশায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে গুচ্ছ সিদ্ধান্তে অনুমোদন রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। রাষ্ট্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনে বিনামূল্যে জমি প্রদান, লক্ষ্য স্কিমের অধীন মেধাবৃত্তি চালু এবং সরকারী মেডিক্যাল কলেজের অধিকর্তা, যুগ্ম অধিকর্তা, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকদের সপ্তম ইউজিসি স্কেল প্রদানের সিদ্ধান্তে আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি জানাতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যে রাষ্ট্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার দেবেন্দ্রনগর মৌজার চন্দ্রপুর তহশীলের অধীনে ৪ কানি (১৬৮ একর) জমি ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল (এন সি ডি সি)-কে বিনামূল্যে প্রদান করার জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দেয়। তিনি জানান, ২০১৭ সালে এন সি ডি সি-র সঙ্গে রাজ্য সরকারের মৌ স্বাক্ষরিত হলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেটি কার্যকর হয়নি। কিন্তু, বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি নজরে এলে রাজ্যে রাষ্ট্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের গুরুত্ব অনুধাবন করেই মন্ত্রিসভা আজ এই সিদ্ধান্ত নেয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় পাঁচ দিনের সিবিআই হেফাজতে চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট।। আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত সিবিআইয়ের হেফাজতে থাকবেন আইএনএক্স দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদাম্বরম। বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের আর্জি মঞ্জুর করে স্পেশাল সিবিআই আদালত চিদম্বরমকে পাঁচদিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠান।

২৬ আগস্ট পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে থাকবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম । আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় পি চিদম্বরমকে বৃহস্পতিবার সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) আদালতে তোলা হয় । সিবিআই আদালতের বিচারক অজয় কুমারের এজলাসে চলে শুনানি। চিদম্বরমের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল, বিবেক তনখা ও অভিষেক মনু সিঙ্ঘউ এদিন সওয়াল-জবাব শেষে বিচারপতি তাঁকে পাঁচদিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠান ঊ আগামী সোমবার ফের তাঁকে আদলতে পেশ করা হবে ঊ তবে এই সময়ের মধ্যে আইনজীবী এবং পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। পাশাপাশি প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে বলেও জানা গিয়েছে।

বুধবার গ্রেফতারের পর আজ চিদম্বরমকে বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করে সিবিআই। তদন্তে অসহযোগিতা করছেন চিদম্বরম এই যুক্তিতেই তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে সওয়াল করেন সিবিআই-এর আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। সিবিআই-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, চিদম্বরমের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। সেই কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআই-এর হয়ে সওয়াল করা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা পাঁচ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতের আবেদন করে বলেন, এটি আর্থিক দুর্নীতির একটি 'ক্লাসিক কেস'। সেই সঙ্গেই চিদম্বরমের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগও আনা হয়। তুষার মেহতা আরও বলেন, চিদাম্বরমকে হেফাজতে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। চার্জশিট কার্যত প্রস্তুত। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য অভিযুক্তদের মুখোমুখি বসিয়ে তদন্ত করতে চান সিবিআই ও ইডির আধিকারিকরা। এর পরই পাঁচদিনের হেফাজতের আর্জি জানান তুষার মেহতা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন্মাষ্টমি উপলক্ষে শিশুদের কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার আগরতলায় শ্রীকৃষ্ণ মন্দির থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

আসামী পলায়ন বরখাস্ত কোর্টের পুলিশ এসআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ধর্মনগর আদালত চত্বর থেকে বিচারাধিন অভিযুক্ত বদরুল হক পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাকুরি থেকে সাময়িক কালের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে ধর্মনগর আদালতের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সাব-ইন্সপেক্টার সমির কান্তি দাস কে। একই সাথে শোকজ করা হয়েছে আরও ৩ জন পুলিশ কনস্টেবলকে।

ধৃত বদরুল হককে মঙ্গলবার ধর্ম নগর আদালতে সোপর্দ করার কথা ছিল। কিন্তু বদরুল হককে আদালতে নিয়ে আসার পর শে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর জেলা পুলিশ সুপার ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন। বুধবার তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় আদালত থেকে বদরুল হক পালিয়ে যাওয়ার পিছনে ধর্মনগর আদালতের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সাব-ইন্সপেক্টার সমির কান্তি দাসের গাফলতি ছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাব-ইন্সপেক্টার সমির কান্তি দাসকে চাকুরি থেকে সাময়িক কালের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে মাদক উদ্ধার, ধৃত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ত্রিপুরায় পৃথক পৃথক স্থানে নেশা বিরোধী অভিযানে ব্রাউন সুগার, গাঁজা এবং অবৈধ মজুত কেরোসিন উদ্ধার হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ওই অভিযানে পুলিশ পাঁচজনকে আটকও করেছে। বৃহস্পতিবার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় তিনটি স্থানে অভিযান চালিয়ে ৩০ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং অবৈধ মজুত ৭৫০ লিটার কেরোসিন উদ্ধার করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। ওই অভিযানে ছিলেন খাদ্য দফতরের আধিকারিকরাও। অভিযানকারী জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানান, আজ দুপুরে তেলিয়ামুড়ায় তিনটি স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে ব্রাউন সুগার-সহ সৌরভ রায়, তারা মিয়াঁ এবং অম্বরিশ বণিককে আটক করে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে, অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে পানিসাগর মহকুমার পানিটিলা এলাকায় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিন, পানিসাগরের এসডিপিও এবং পানিসাগর থানার পুলিশ পানিটিলা এলাকায় এনএল ০১ কে ৬৩৬৪ নম্বরের ট্রাকে তালাশি চালিয়ে ওই গাঁজাগুলি উদ্ধার করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাক চালক কিশোর দেববর্মা এবং ট্রাক মালিক সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও এনডিপিএস অ্যাক্টে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেকেরকোট হত্যা মামলায় অভিযুক্ত দুই ভাই গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। সেকেরকোটে নবীনটিলায় মনসা পূজার রাতে নৃশংসভাবে এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত দুই ভাই সঞ্জীব দাস ও রতন দাস-কে গ্রেফতার করেছে। আগামীকাল তাদের আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আমতলি থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান, মনসা পূজার রাতে বাকবিতণ্ডা ঘিরে সেকেরকোটের নবীনটিলা এলাকার বাসিন্দা নকুল সাহা খুন হন। তিনি জানান, সঞ্জীব দাস এবং রতন দাস মনসা পূজা থেকে ফেরার পথে নকুল সাহাকে দা এবং লাঠি দিয়ে মারধর করেন। সাথে তার স্ত্রী, মা এবং ভগ্নিপতি ছিলেন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তারাও আহত হন। তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয় জনগণ ছুটে আসেন। তখন ওই দুই ভাই স্থানীয়দের উপরও চড়াও হন। তাতে নকুল সাহা-সহ আটজন আহত হন। সুব্রতবাবু বলেন, নকুল সাহা এবং তার মা পুস্পরানি সাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু গত ১৯ আগস্ট ভোরে নকুল সাহার মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় মৃতের ভাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেওছড়ায় রেলে কাটা পড়ে নিহত গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ আগস্ট ।। বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ৫টা ৩০ মিনিটে ধর্মনগর থেকে আগরতলা যাওয়ার একটি গুড ট্রেন যখনই দেওছাড়া ওয়ার্ড নাম্বার ১ সংলগ্ন ১১০ নম্বর রেলব্রীজে আসে তখনই মধ্য দেওছড়া নিবাসী পম্পা দেবনাথ বয়স ২৮ নামের একটি বিবাহিত মহিলা মালবাহী ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, ঘটনার খবর পেয়ে সংবাদ প্রতিনিধিরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে মধ্য দেওছড়া নিবাসী ওয়ার্ড নাম্বার ৩ এর বাসিন্দা পেশায় অটো চালক আশিস দেবনাথ এর স্ত্রী।

প্রতিদিনই সকাল চারটা থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে মর্নিং ওয়ার্ক করতে বের হয়ে যান। নিয়ম অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় প্রতিদিনের সময় অনুযায়ী মর্নিং ওয়ার্ক করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও উনি যখন বাড়িতে আসছিলেন না, পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজখবর নিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সহবাসের পর বিয়ের প্রতিশ্রুতি রাখতে না পারলেই তা অপরাধ নয় ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট।। প্রতিশ্রুতি ভাঙা আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া এক নয়। তাই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের পর বিয়ে করতে অস্বীকার করলেই কোনও ব্যক্তিকে অপরাধী গণ্য করা যাবে না। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে আদালতের অবস্থান পরিস্কার করল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

আইন অনুসারে, কোনও ব্যক্তি বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে সহবাস করলে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অপরাধ ধার্য্য হয়। আইনটিকে ব্যাখ্যা করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এ ধরনের মামলায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি মিথ্যা বলে ধরে নেওয়া যায় না। প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে কোনও কারণে কোনও ব্যক্তি বিয়ে করতে অস্বীকার করতেই পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতে প্রতারণার পরিকল্পনা নিয়েই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে সহবাসের সম্মতি আদায় করে, তবেই সেটা অপরাধ। কিন্তু বিয়ের পরিকল্পনা নিয়েও পরে কোনও কারণে সেই প্রতিশ্রুতিতে অনড় থাকতে না পারলে সেটি অপরাধ নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ নম্বর ধারা ব্যাখ্যা করে বলা হয়, কোন পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগ কারিণী কি শর্তে সম্মতি দিয়েছেন দুই পক্ষকে তারও প্রমাণ পেশ করতে হবে আদালতের কাছে। তার পরে পরিস্থিতি বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট।

সিআরপিএফ-এর এক ডেপুটি কমান্ডান্টের বিরুদ্ধে চলা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের মামলার শুনানিতে এমনটা জানায় শীর্ষ আদালত। আদালত জানায়, ৮-১০ বছর আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ দপ্তরের ত্রিপুরা জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের উদ্যোগে আজ এক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। প্রাঁভবনের ৩ নং হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন আজ এক জলন্ত সমস্যা। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় স'ষ্ট বর্জ্য, জালানির অপব্যবহার, পরিবেশ সম্পর্কে অসচেতনতামূলক আচরণ এই বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রধান কারণ। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের কাছে 'প্রকৃতি দেব ভব'। আমাদের ছোট রাজ্য ত্রিপুরার প্রায় ৬০ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই বনজ সম্পদ রক্ষা করতে হবে। বিগত দিনে ধারণা ছিলো উন্নয়ন এবং পরিবেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের যান সন্ত্রাস কেড়ে নিল এক যুবকের প্রাণ গুরুতর আহত আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ আগস্ট।। ফের যান সন্ত্রাস কেড়ে নিল এক তরতাজা যুবকের প্রাণ। আহত হয়েছেন আরও দুই যুবক। তাঁদের মধ্যে একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। তবে, ওই ঘটনায় মৃতের পরিবার সন্দেহ প্রকাশ করেছে। নিছক দুর্ঘটনা, নাকি পরিকল্পিত হত্যা, পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার।

বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ সিপাহিজলা জেলার চড়িলাম ছেচড়িমাই এলাকায় সংঘটিত দুর্ঘটনায় পুরানবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দেবব্রত দাসের (১৯) মৃত্যু হয়েছে। একই এলাকার বাসিন্দা লিটন সাহা (১৯) এবং আকাশ সাহা (১৮) ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আকাশ সাহাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। মৃত দেবব্রত দাস কলেজ ছাত্র ছিলেন। সাথে তিনি মডেলিংও করতেন। মৃতের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, বুধবার রাতে তিনজন মিলে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছিল। এর পরই পুলিশের কাছ থেকে তারা দুর্ঘটনার খবর পান।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ ছেচড়িমাই এলাকায় সুকান্ত তাঁতশিল্প অফিসের সামনে জাতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম আমলে ৮০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ভিজিলেন্সের মুখোমুখি প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ত্রিপুরায় পূর্ত দফতরের ৮০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে আজ বৃহস্পতিবার ভিজিলেন্স অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী উপ-নেতা বাদল চৌধুরী। ভিজিলেন্সের ডিএসপি জেরেমিয়া ডার্লং তাঁকে ২০০৮ থেকে ২০১৮ অর্থবছরে পূর্ত দফতরের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে বেশ কিছু সওয়াল করেছেন।

বাম আমলের বহু বছর পুরনো সরকারি কাজের সমস্ত তথ্য, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মেমো দিলে, তার ভিত্তিতে সমস্ত সওয়ালের জবাব দিতে পারবেন বলে ভিজিলেন্সের আধিকারিককে জানিয়ে দেন সিপিআইএম নেতা প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী । আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, যে কোনও জিজ্ঞাসাবাদে সর্বোতভাবে সাহায্যে প্রস্তুত আছেন । তবে, পুরনো সরকারি কাজের ওই সময়কার সমস্ত তথ্যে প্রদান করা হলে, সে সব তা খতিয়ে দেখে ভিজিলেন্সের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন তিনি।

প্রসঙ্গত, তদানীন্তন বামফ্রন্ট আমলে পূর্ত দফতরে ৮০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী উপ-নেতা বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে। এর আগে আগরতলায় উড়ালপুল নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন। পূর্ত দফতরে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে ইতিপূর্বে

ভিজিলেন্স তাঁকে দুই দফায় নোটিশ পাঠিয়েছিল। কিন্তু, শারীরিক অসুস্থতা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনী কাজে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন । ফলে, তাঁকে তৃতীয় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠিয়েছিল ভিজিলেন্স । অবশেষে আজ তিনি ভিজিলেন্সের মুখোমুখি হয়েছেন।

আজ তিনি বলেন, ২০০৮ সালে তদানীন্তন বামফ্রন্ট আমলে পূর্ত দফতরে বিভিন্ন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সে-মোতাবেক কাজ রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু, এখন ওই সমস্ত কাজের পুনর্মূল্যায়ণ করা হচ্ছে । তাই, ভিজিলেন্স বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য ডেকেছে । তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ত্রিপুরার উন্নয়নে যা কাজ করেছে তাতে গর্ব বোধ করি । কিন্তু, ১০০ বছরের আয়ু সম্পন্ন বহুতল ভবন কিংবা সেতুর নির্মাণকাজ নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলে তা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক, মন্তব্য করেন তিনি।

তাঁর কথায়, সরকারি কাজের বরাত দেওয়ার এক্তিয়ার নেই মন্ত্রিদের । সে-বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীও অবগত। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার বরাবরই পূর্ত দফতরের কাজের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ম অনুসরণ করে চলেছে। অতীতেও সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে, সরকারী পদস্থ আধিকারিকরাই কাজের বরাত দিয়ে থাকেন। মন্ত্রিসভা এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী কেবল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীর বক্তব্য, ভিজিলেন্স ইতিমধ্যে তদানীন্তন মুখ্যসচিব শশি প্রকাশ এবং পূর্ত দফতরের প্রধানসচিব ওয়াই পি সিংহকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩১২ ◻ ২৩ আগস্ট ২০১৯ ইং ◻ ৫ ভাদ্র ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিদ্বেষের রাজনীতি

এই দেশের ফলিত রাজনীতির অভিধানে সংহতি শব্দটির ব্যঞ্জনা উত্তরোত্তর সঙ্কীর্ণ হইতেছে। দল, মত, গোষ্ঠী কোনও না কোনও একটি বর্গে না মিলেছে এখন মানুষ সাধারণত কোনও বিষয়ে অপরের সহিত সংহতি প্রকাশ করে না। রাজনীতির মেরুকরণ প্রবল হইতে প্রবলতর, সমাজেও তাহার প্রভাব বাড়িতেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীরের সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আশাব্যঞ্জন সঙ্কেত বহন করে। যথা, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের একাংশ সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন, উপত্যকার মানুষের সহিত আলোচনা না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে একতরফা জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক মর্যাদা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত আপত্তিকর। এই নিন্দায় তাঁহাদের সহিত সুর মিলাইয়াছেন কাশ্মীরের ডোগরা এবং শিখ অধিবাসীদের একটি অংশ। আবার, পাঞ্জাবের সরকার, জনসমাজ এবং শিখ সংগঠন কাশ্মীরের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার পক্ষে সওয়াল করিবার সঙ্গে জানাইয়াছেন, কাশ্মীরি নাগরিকদের, বিশেষত মেয়েদের সম্মান যেন কোনওভাবে খর্ব করা হয়। কাশ্মীরের আধিবাসী শিখরাও সমতেবভাবে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্যের মর্মকথা ঃ আমরা পাশে আছি। এই সংহতির বাণী দুইটি কারণে ভরসা দেয়। প্রথমত, বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াইবার মানসিকতা সর্ব ক্ষেত্রেই শুভ। দ্বিতীয়ত, যে পরিস্থিতিতে এই সংহতি ব্যক্ত হইয়াছে তাহাকে প্রতিকূল বলিলে কম বলা হয়। বিজেপির রাজনীতিতে ধর্মপরিচয়ের ভূমিকা বিপুল, সেই রাজনীতি যে ধর্মপরিচয়কে বিভাজনের প্রকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতে সতত তৎপর সেই অভিযোগও বহুচর্চিত। কাশ্মীর সেই বিভাজনী রাজনীতি প্রয়োগের উর্বর ভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হইলে বিস্ময়ের কারণ নাই। অভিযোগ উঠিবার আগে শাসক দলের নেতারা সমস্বরে তাহা অস্বীকার করিয়া জাতীয়তাবাদের বৃন্দগান গাহিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাকে তাঁহাদের রাজনীতিতে স্বরূপই প্রকট হয়, বোঝা যায় যে, কাশ্মীরে সেই জাতীয়তাবাদ দীর্ঘকালের দমন নীতিকে ঘোলো আনা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রকরণ। যেভাবে শাসক দলের নেতা তথা জনপ্রতিনিধিরা, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী অবধি এ-বার কাশ্মীরি মেয়েদের 'পাওয়া যাইবে' বলিয়াছেন, তাহা এই ভয়ঙ্কর রাজনীতিটিকেই উন্মোচিত করে। ঠিক তেমনই, কাশ্মীরের মানুষের সঙ্কটের কথা তুলিলেই যেভাবে 'কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিপদের দিনে কোথায় ছিলেন' বলিয়া শোরগোল তোলা হইয়াছে, তাহাও বলিয়া দেয়, একের বিরুদ্ধে অপরকে লড়াইয়া দিবার ব্যগ্রতা কতখানি তীব্র। এই প্রেক্ষাপটেই ধর্মপরিচয়ের হিসাব না কষিয়া শিখ-ডোগরা-পণ্ডিতরা যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াইয়াছেন, তাহা বড় ভরসা দেয়। কেবল গনতন্ত্রের ভরসা নহে, সভ্যতার ভরসা। সঙ্কীর্ণ এবং বিদ্বেষধর্মী রাজনীতির কুমন্ত্রণাকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াইয়াছেন। এই স্বাভাবিকতা হয়তো দুর্মর নহে। তাহাকে ধ্বংস করিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে, চলিবে। সেই কারণেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের সজাগ এবং সক্রিয় থাকা দরকার, যাহাতে সহৃদয়তার উচ্চারণগুলিকে বৃহত্তর জনসমাজের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়। বস্তুত, সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র-জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষের রাজনীতির মোকাবিলায় যথার্থ সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, কেবল দলীয় রাজনীতির চর্চিত পথে সেই মোকাবিলা আজ আর সম্ভব নহে। তেমন আন্দোলনের মূল্যবান রসদ রহিয়াছে সমাজের মনোভূমিতে। কাশ্মীর প্রশ্নে পণ্ডিত-ডোগরা-শিখ সমাজের সুস্থ প্রতিক্রিয়ায় এই সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। সভ্য, উদার, গণতান্ত্রিক ভারত যদি বাঁচে, এই সত্যের জোরেই বাঁচিবে।

ঈদের প্রাক্কালে উদ্ধারকৃত ছয়টি উট রাজস্থানে ফেরত পাঠাতে আদালতের অনুমতি চেয়েছে অসম পুলিশ

গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট (হি.স.) : সদ্যসমাপ্ত ঈদ-উদ-জোহার প্রাক্কালে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ধারকৃত ছয়টি উটকে রাজস্থানে তাদের স্বস্থানে পাঠাতে তৎপর হয়েছে রাজ্য পুলিশ। রাজস্থানে এই উটগুলো ফেরত পাঠানোর জন্য অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছে পুলিশ প্রশাসন। আদালতের অনুমতি মিললেই রাজস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ছয়টি উট।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঈদ-উদ-জোহার প্রাক্কালে গত ১০ আগাস্ট মঙ্গলদৈ জেলার ধুলা ফাঁড়ির ইনচার্জ অভিজিত কাকতি পুলিশের দল নিয়ে টাঙনি পশুবাজারে হানা দিয়ে পাঁচটি উট বাজেয়াপ্ত করেছেন। বিশাল আকারের উটগুলিকে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের ১৯১২ ধারার অধীনে বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ।

এদিনই মঙ্গলদৈ সদর পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ নিরঞ্জন বরুয়া স্থানীয় তেলিপাড়া থেকে আরও একটি উট বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এ সংক্রান্ত কোনও ধরনের কাগজপত্র ব্যবসায়ীরা দেখাতে পারেননি। উটগুলির সঙ্গে স্থানীয় ভকতপাড়ার সাইদুর রহমান, তুফিজুল হক এবং সাতত আলি নামের তিন পশুসম্পদ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছিল। ছয়টি উট বর্তমানে ধুলা থানার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। পশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের খাদ্য দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। থানার জনৈক পুলিশ অফিসার জানান, অসমের পরিবেশ উটের জন্য অনুকুল নয়। তাই তাদের যত শীঘ্র সম্ভব রাজস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

বিদেশে কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, আদালতে দাবি চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.) : বিদেশে কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে সিবিআই-এর বিশেষ আদালতে দাঁড়িয়ে এমন দাবি করেছেন দেশের প্রাক্তন অর্থ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম। পাশাপাশি তদন্তের কাজে অসহযোগিতা করার সিবিআই-এর অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন তিনি।আদালতে দাঁড়িয়ে পি চিদম্বরম জানিয়েছেন, জেরায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল আমার কি বিদেশে ব্যাঙ্ক রয়েছে তার উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম না। আমার ছেলের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে কিনা জিজ্ঞাসায় বলেছিলাম হ্যাঁ।এদিন আদালতের বিচার প্রক্রিয়া চলার সময় বক্তব্য রাখতে চান চিদম্বরম। কিন্তু তাতে আপত্তি তোলে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহেতা। চিদম্বরম পক্ষে আইনজীবী আদালতকে বলেন তদন্ত প্রক্রিয়া সমস্ত রকমের সাহায্য করেছে।উল্লেখ করা যেতে পারে চিদম্বরমের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সরব কংগ্রেস। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত বিক্ষোভও প্রদর্শন দেখায় কংগ্রেসকর্মীরা।

চিদম্বরমের গ্রেফতারে হতাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা

দীঘা, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : যে ভাবে পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করা হল, তা খুবই হতাশাজনক। তা বাজে এবং দুঃখজনকও বটে ঊ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের গ্রেফতারের ঘটনা নিয়ে তীব্র এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার দীঘা থেকে কলকাতা ফেরার পথে হেলিপ্যাডে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "চিদম্বরমের মতো একজন বর্ষীয়ান মন্ত্রীকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা অত্যন্ত হতাশাজনক। যেভাবে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা হল, তা দুঃখজনক।" তিনি আরও বলেন, "আমি আইনের দিকটা নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে চিদম্বরম একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিক। দেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। বাংলায় গণতন্ত্র আজ কাঁদছে। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে"। এ দিন সংবাদমাধ্যমকেও তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এন আর সি-সংকটে বাঙালী সমাজ

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

জাতি হিসেবে ভাঙালী আজ এক মহাসংকটের সম্মুখীন। দেশভাগের পর ছন্নছাড়া বাঙালী উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘর বাঁধার এক প্রাণন্তকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এটাই বিধির বিধান। হিন্দু জাতীয়তাবদ এবং মুসলমান জাতীয়তাবাদ সম্ভবত সেই গত শতকের তিরিশের দশক থেকেই বাঙালীকে কুরে কুরে খাচ্ছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং উচ্চবর্ণের মুসলমানের এই অভিপ্সা সাধারণ হিন্দু এবং সাধারণ মুসলমানকে বিপন্ন করেছে। এভাবেই সাধারণ বাঙালী তাদের অজান্তেই আজ জাতিসত্তার দ্বন্দ্বে অস্থির। এর মধ্যে দলিত বাঙালী হিন্দুদের পৃথগতার আলোচনা যুক্ত হয়ে বাঙালী আজ হীনবল। নইলে ভাবুন তো, অবিভক্ত বঙ্গের শৌর্যের কাছে ভারতের যে কোনও ভাষাগোষ্ঠী দাঁড়াবার সামর্থ রাখত কি? রাখত না। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ অবিভক্ত বঙ্গের কাছে সর্বদা বিনম্রই থেকেছে। বাংলা ভাগ হল, তার পরে জেগে উঠল হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। কেবল তাই নয়, বাঙালীকে আজ হেয় করার জন্য মদত পাচ্ছে অসমিয়া সাম্রাজ্যবাদও।

শ্রীহট্ট জেলা, সেই ইংরেজ আমলে, অসমের সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেএকই অসমিয়া জাতীয়তাবাদের অঙ্কুরোদ্গম। সেই অঙ্কুর থেকেই বাংলা ভাষার বিরোধিতা, বাংলার বিরোধিতা। সে বিরোধিতা থেকেই জন্ম 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন। নেলীন বাঙালী নিধন। সেই শিলং শহরে জাতি-অন্ধ অসমিয়াদের বাঙালী ছেলেদের দেখলেই বলত, 'বাঙালি লোরা আইসে'। এখানে 'বাঙ্গালি লোরা' বাঙালী ছেলেদের সম্বন্ধে ঘৃণাবাচক উক্তি। এইভাবেই বাঙালীদের বিরুদ্ধে এক ঘৃণার রাজনীতি অঙ্কুরিত হয়েছিল অসমিয়া জাতীয়তাবাদের হাত ধরে।

তারপরে ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আজ এসেছে এনআরসি অর্থাৎ জাতীয় নাগরিকপঞ্জির দাপাদাপি। অসম রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকার অসমিয়া জাতীয়তাবাদ'স্থী। তারা অসম থেকে বাঙালীদের তাড়িয়ে অসমিয়াদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। এখন বাঙালী কীভাবে এই সংকটের মোকাবিলা করে সেটাই দেখতে চায় ভারত এবং অবশ্যই বাংলাদেশ। অসমে বাঙালী হিন্দু বা মুসলমান বলে কিছু নেই। হিন্দু মুসলমান সকলেই এনআরসির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বাঙালীরা নাকি সকলেই অনুপ্রবেশকারী। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন যে অসম থেকে সব অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি ইঞ্চি ইঞ্চিতে খুঁজে বের করা হবে। তারপরে তাদের ঘরছাড়া ভিটেছাড়া করে ভারতছাড়া করা হবে। নাগরিকপঞ্জি হচ্ছে একটা শক্ত হাতিয়ার। প্রথম কিস্তিতে ৪০ লক্ষ বাঙালিকে নাগরিকপঞ্জির বাইরে ফেলা হয়েছিল। ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জি প্রকাশ সমাসন্ন হওয়ার সময়ই রব উঠেছে, যারা ইতিমধ্যেই নাগরিকপঞ্জিভুত হয়েছে তাদেরও আবার ঝাড়াই বাছাই করতে হবে। কারণ অনেক অনুপ্রবেশকারী নাকি নাগরিকপঞ্জিতে ঢুকে গেছে। তাই আবার ২৭ শতাংশ তালিকাভুক্তদের পুনর্বিবেচনায় আনতে হবে। এইভাবে অসমের বাঙালীদের জীবন বিপন্ন করা হচ্ছে। তাদেররাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই ভয়াবহ সংকটের মোকাবিলা এককভাবে অসমের বাঙালীদের পক্ষে করা কি সম্ভব? মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের কথা আজ বৃত্তর বাঙালী সমাজকে সচেতন হতে হবে। ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আন্দোলনে সামিল হতে হবে। কারণ এই অনুপ্রবেশকারী নামক ভূতকে অসম থেকে নির্মূল করতে না পারলে এই ভূত আগামীতে পশ্চিবঙ্গের ঘাড়েও চাপবে। চাপবে ত্রিপুরা, মেঘালয়, নিজোরামের বাঙালিদের উপর। সুতরাং বাঙালী তুমি যেখানেই বাস কর না কেন, খুব সাবধান। অসমিয়া সাম্প্রজ্যবাদকে এই বার্তা দিতে হবে যে সারা ভারতের বাঙালীরা ঐক্যবদ্ধ। কবির বাণী স্মরণ করে বাঙালীকে কেবল মস্তিস্কের আস্ফালন নয়, প্রয়োজনে পেশীর আস্ফালন প্রদর্শন করতে হবে। গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে কামাখ্যাকে স্মরণ করে সারা ভারতের বাঙালীরা মহাসমাবেশ করতে হবে। যারা ফগুসিবাদী নয়, তাদের সকলকে দলমত নির্বিশেষে ডেকে বলতে হবে-আজ দল নয়, আজ মত নয়, আজ বাঙালীর জাতিসত্তা বিপন্ন, আজ এগিয়ে এসো। আমাদেরশক্তি দিয়েছেন কবিগুরু—'বালার মাটি বাংলার জল/ বাংলার বায়ু বাংলার ফল/ পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান।' আর উদাও আহ্বান জানাতে হবে বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন/ এক হউক এক হউক হে ভগবান। দাবি করতে হবে যে বাঙালীরা দীঘদিন ধরে অসমে বাস করছেন, অসমের উন্নয়নে সামিল হয়েছেন, তাঁরা সবাই ভারতের নাগরিক। বঙ্গাল খেদা, বিহারী খেদা, খাসিয়া খেদা, নেপালি খেদা—সব বন্দ হোক। এককালে ভরাক অঞ্চলে ১৯ মে-র শহিদ বার্তাকে বহন করে বাঙালীর নবজাগরণের কথা বলত। বরাক অঞ্চলে অনেক বাঙালী নেতা ছিলেন--- পরিতোষ পালচৌধুরী, অধ্যাপক সুবীর কর এবং নিখিল ভট্টাচার্যের মতো বাঙালীপ্রেমী মানুষ সারা ভারতে ঘুরে বেড়াতেন। আজ সম্ভবত তাঁরা বার্ধক্যপীড়িত। কিন্তু তাঁদের স্থান নিতে পারে এমন অনেক নেতা চাই বরাক অঞ্চল থেকে। কেবল তপোধীর ভট্টাচার্য নয়, তাই আরও অনেক তপোধীর। আন্দোলন চাই শিলচরে, আন্দোলন চাই করিমগঞ্জে, আন্দোলন চাই কাছাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আমরা চাই বৃহত্তর বাঙালী সমাজের প্রতিনিধিরা বরাক অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার বাঙালী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করুক, বলুক 'আমরা বাঙালী, বাংলা মায়ের সন্তান', আমরা আপনাদের এনআরসির সমস্যা মোকাবিলায় আপনাদের পাশে আছি। তবে একটা কথা বরাকবাসীকে স্মরণে রাখতে হবে যে কোনও আন্দোলন কলকাতা বা দিল্লি থেকে শিলচর করিমগঞ্জে রফতানি কার যাবে না, যায় না। আপনাদের অসমিয়া সাম্রাজ্যবাদকেও মোকাবিলা করতে হবে। বৃহত্তর বাঙালী সমাজ আপনাদের পাশে আছে। বৃহত্তর বাঙালী সমাজের সামিল করার প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বাঙালী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তারপর সেই ঐক্যের বার্তা সারা ভারতের ভিবিন্ন প্রান্তে, এমনকী আন্দামান নিকোবর পর্যন্ত ছড়িয় দিতে হবে। এই কাজ সহজ নয়, কঠিন। গণসংযোগের বড় হাতিয়ার হচ্ছে সংবাদপত্র এবং দূরদর্শনের নানান চ্যানেল। তাদের সাহায্য নিতে হবে। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা সংগঠন এবং তার সহযোগী সুশীল সমাজে নানাবিধ সংগঠন এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সাহয্য নিতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে গেলেই প্রশ্ন উঠবে পশ্চিবঙ্গে বাংলা ভাষার অবস্থা নিয়ে। এই বিষয়ে সব সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার অধিকার স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে যে যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করেন তাঁদের বাংলা ভাষা অবশ্যই শিখতে হবে। কিন্তু আমাদের আজকে সংগ্রামের বিষয় ---অসমের এনআরসি। সুতরাং সেই আন্দোলনই মুখ্য। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় যেতে হবে অসমের এনআরসির বার্তা নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এই বার্তাও দিতে হবে যে অসমের পরে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি-র দমনপীড়ন শুরু হতে পারে। তাই সকলে ঐকবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসুন। কলকাতায় সমাবেশ করার আগে আমাদের অবশ্যই জেলায় জেলায় যেতে হবে। তারপরে অবশ্যই দিল্লি যেতে হবে। দিল্লিতে বড় শোভাযাত্রা করতে হবে। যন্তরমন্তরে অবস্থান করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যেতে হবে। বলতে হবে অসমের বাঙালীরা অনুপ্রবেশকারী নয়। কিছু অনুপ্রবেশকারী থাকতে পারে, কিন্তু তারা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ডিটেনশন ক্যাম্প আর নয়, ফরেনার ট্রাইব্যুনাল আর নয়। অনেক হয়েছে, এবারে গুজব নয়, সন্ত্রাস নয়, অত্যাচার নয়, বাঙালীরা চায় স্বাভাবিক জীবন, চায় শান্তি- ভয়হীন জীবনযাত্রা। চায় গণতন্ত্র, চায় সৌভ্রাতৃত্ব। অসমবাসী বাঙালীদের বিপদের দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর দায় নিতে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালীদের কথ াভুলে গেলে চলবে না। ভারতের বড় শহরগুলির কথা, ভাবতে হবে সবার আগে। দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, কানপুর, নাগপুর, ভুবনেশ্বর, শিলং ইস্ফল প্রভৃতি শহরে বাসরত বাঙালীরা নানাভাবে প্রভাবশালী তাদের জাগরণ ও সমর্থন প্রয়োজন। তাদের এই আন্দোলনে সামিল করার লক্ষ্যে সর্বত্র একটি বা একাধিক 'বাঙালী সেল' তৈরি করে এনআরসি গুরুত্বের কথা উপস্থাপন করতে হবে। এই 'বাঙালী সেল' সারা ভারতে বাঙালীর সমস্যা সমাধানে খুবই সহায়ক এবং কার্যকারী হবে।

বাঙালীর সমস্যা সমাধানে সক্রিয় নেতৃত্ব দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। কেননা কলকাতাই হচ্ছে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের স্নায়ুকেন্দ্র। এই স্নায়ুকেন্দ্রকে উজ্জীবিত করতে হলে কেবলমাত্র বাঙালী সমিতি এবং বাঙালী সংগঠন দিয়ে কাজ হবে না। সঙ্গে চাই বাঙালী জাতিসত্তার প্রতি দায়বদ্ধ এবং সক্রিয় সহানুভূতিশীল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের প্রকাশ্য সমর্থন পেলে অসমের বাঙালীরা যেমন কিছুটা বাড়তি বল পাবে তেমনি পাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসতি স্থাপন করা এককালের বাঙালী উদ্বাস্তু জনসাধারণ। এই উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার এবং তাদের জমির পাট্টা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এইসব সমস্যা উদ্বাস্তু বাঙালীর জীবনমরণ সমস্যা। তার সমাধান সহজ হবে যদি বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি আধিকারিকরা বুঝতে পারেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা চোখ তাদের দিকে নিবদ্ধ আছে। সেটাই হবে বাঙালীর স্বার্থরক্ষার দিকে সার্থক পদক্ষেপ।

ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর বাঙালী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের অস্ত্র আমাদের ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতি। অসমে এনআরসি মোকাবিলায় সেটাই আমাদের প্রধান হাতিয়ার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রবীণ নাগরকিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগ

সুব্রতা ঘোষ রায়

বৃদ্ধা দম্পতি দু'জনেই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। পাইকপাড়ার ইন্দ্রলোক অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। প্রাণগোবিন্দ দাস ও রেনুকা দাস। একজন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, একজন সরোজিনী নাইডু কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা। মেয়ে থাকেন আমেরিকায়। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে তাঁদের আবাসনের ফ্ল্যাটের ডাইনিং রুম থেকে উদ্ধার হয় প্রাণগোবিন্দবাবুর রক্তাক্ত দেহ, বেডরুম থেকে রেনুকাদেবীর রক্তাক্ত দেহ। বেশ পরিকল্পিত খুন ছিল। এবার আবার দু'জোড়া খুন। নেতাজিনগর ও নরেন্দ্রপুরে। নেতাজিনগরে দিলীপ মুখোপাধ্যায়, (৭১), স্বপ্না মুখোপাধ্যায় (৬৫)। নরেন্দ্রপুরে প্রদীপ বিশ্বাস (৫৫), আলপনা বিশ্বাস (৪৫)। নরেন্দ্রপুর পঞ্চায়েত এলাকায় বাগানবাড়িতে তাকতেন তাঁরা, আশেপাশে কোনও পাড়াপড়শি ছিলেন না। ওদিকে নেতাজিনগরে দিলীপবাবুরা নিজের ভিটেতেই কয়েক ঘর ভাড়াটে নিয়ে থাকলেও তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। নিঃসঙ্গতায় ছিল শকুনের চোখ। এ সময় বড় সুস্থির নয়। আকাশে সবসময় উদ্বেগ ও আশঙ্কার মেঘ। খুব সম্প্রতি শহরে বুকে ঘটে গিয়েছে দুই প্রৌঢ় দম্পতির মৃত্যুর ঘটনা বজ্রবাতের মতো। না, এই বজ্রপাত খুব অতর্কিত হয়ত নয়, হয়ত গোচরে বা অগোচরে ঘয়ে যায় এইরকম কত মৃত্যুর ঘটনা, যা অনেক সময় খরব হয়েও 'খবর' হয় না। ফলে ঘটনা তেমন গুরুত্ব পায় না, আর এই গুরুত্বহীনতায় আ,কারা পেয়ে যায় এইরকম আরও ঘটনা। সরাসরি যাঁদের পরিবারে এই ঘটনা ঘটেনি, তাঁরা বেশ নিশ্চিত থাকি,তাঁদের নিদরাত্রি তেমনভাবেই হতে থাকে।

দেশে ও ঠেকে শেখে প্রশাসন। বয়স্কদের সুরক্ষা ও সহযোগিতার জন্য কলকাতা পুলিশের বিশেষ বিভাগ আছে। যার নাম 'প্রণাম'। এই প্রণাম-কে আরও সক্রিয় করলে কলকাতা পুলিশকে বিশেষ উদ্যোগ নেবার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার শুধুমাত্র বয়স্কদের জন্য কলকাতা পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর (৯৮৩০০৮৮৮৮৪) আছে, যা অনেকেই জানেন না। আপদে বিপদে প্রবীণরা দিনেরাতে, যেকোনও সময়ে এই নম্বরের সাহায্য নিতে পারেন। কলকাতা পুলিশ একটি 'স্ট্যান্ডর্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' বা এসওপি চালু করেছেন, যাতে কলকাতার একাকী বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ডাক্তার, আত্মীয়, পরিচারিকা, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, প্রভৃতি যোগাযোগের মানুষজরে একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রয়োজনমতো কাজেকর্মে এলাকার থানার বিট অফিসার তাঁর কনস্টেবলের সহায়তায় নজরদার এবং টেলিফোনে ও সাক্ষাতে নিবিড় যোগাযোগ রাখবেন। গ্রিলের দরজা ও সিসিটিভি বানির প্রবেশপথে বসানোর সচেতনতা তৈরি ও বসাতে উদ্যোগ নেবে কলকাতা পুলিশ। প্রতিবেশীরা যেন এই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধবৃদ্ধাদের বাড়িতে কারা আসছেন তার অন্তত কিছুটা নজরদারি করেন, বিদেশের নেবারহুড পুলিশিং-এর মতো এমন অনুরোধ জানাবেন তাঁরা। চোখ মেলেই আমরা যাঁদের দেখি, যাঁদের সাহচর্যে আমরা বড় হই, তাঁদের জীবনের মূল্যবান সময় আমাদের দিয়ে দেন, আমাদের বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও বুড়ো হতে থাকেন, আমরা আমাদের কক্ষপথ নিজেরা স্থির করে দৌড়তে শুরু করি। আমাদের জীবনকাল কতগুলো পর্যায়ে কাটে। আমাদের স্বাভাবিক জীবনকাল যদি আমরা পুরোটাই অতিবাহিত কবি তবে আমাদেরও বার্ধক্যের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আর বয়স্ক মানুষদের অবহেলার ধারা আমরা যদি এইভাবে বজায় রাখি, তবে আমরাও কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণ পাব না, বিপরীত প্রতিক্রিয়ার নীতি মেনে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি ও নানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক সচেতনতার কারণে আমাদের গড় আয়ু বেড়েছে। আর এই গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। ২০০০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ ছিল প্রবীণ জনগোষ্ঠী। এখন প্রবীণ জনগোষ্ঠী ১২.৫ শতাংশ। ২০২৫ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৫ শতাংশ । ২০৫০ সালের ২১শতাংশ। জাতিসংঘের হিসেবে অনুযায়ী ১৯৫০ সালে বিশ্বে ৬০ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ কোটি, ১৯৭৫ সালের ৩৫ কোটি, ২০১০ সালে বিশ্বের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৭০ কোটি। এই সংখ্যা ১১০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে ২০২৫ সালে। বর্তমানে প্রতি মাসে ১০ লাখ মানুষ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। ২০২০ সালে বিশ্ব ৬২ শতাংশ প্রবীণ মানুষ বাস করতেন উন্নয়নশীল দেশগুলোয়। ২০২৫ সালে এই হার ৭১ শতাংশ ২০৫০ সালে ৮০ শতাংশ বসবাস হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোয়।

এই হিসেবে মাথায় রেখে আমাদের মনে রাখতে হবে, বার্ধক্য যখন আসে না তখন দেশের প্রয়োজনে নাগরিকরা তাঁদের শ্রম, মেধা, সময় দেশকে দিয়ে থাকেন, সেই মতোই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কর্মক্ষমতা যখন আস্তে আস্তে কমতে থাকে, যখন কাজ থেকে অবসর অবসর নেওয়ার সময় হয়, তখন রাষ্ট্রে উচিত তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সারা জীবনের সঞ্চিত টাকা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কে জমা রেখে নির্ধারিত সুদের হারে মাসিক প্রাপ্য সুদ দিয়ে জীবনাযাপন করে থাকেন প্রবীণদের অনেকেই। বাজারদরের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য ও ভারসাম্যে এই সুদের বৃদ্ধি হবে—এমনটাই দস্তর ও চাহিদা হলেও সাম্প্রতিক কিছু রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের নতুন নির্ধারিত সুদের হার প্রবীণদের আর্থিক সুরক্ষার পক্ষে ধনাত্মক দিকনির্দেশ করেনি। এসবিআই ৪৫ দিন থেকে ১০ বছর মেয়াদের সুদের হার অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ৭ দিন থেকে ৪৫ দিনের স্থায়ী আমানতের সুদের হার কমিয়েছে ৫.৭৫ শতাংশ ৫ শতাংশ। ৪৬ দিন থেকে ১৭৯ দিন পর্যন্ত মেয়াদি সুদের হার ৬.২৫ থেকে কমিয়ে ৫/৫৭ শতাংশ করা হয়েছে। এইভাবে প্রতিটি মেয়াদি সুদের হার ০.০৫ থেকে কমিয়ে ০.৭৫ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। ঋণে সুদের হার কামানোর মতোই আমানতে সুদের হার কমিয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সস ব্যাঙ্ক, পাঞ্জার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, কোটাক মাহিন্দ্র। জুলাই সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে পিপিএফ সহ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার কমিয়েথে কেন্দ্র। এর প্রভাব সবচেয়ে বয়স্ক নাগরিকদের ৪৫ দিন থেকে ১০ বছরের মেয়াদের সুদের ক্ষেত্রে ০.০৫ শতাংশ কমিয়েছে এসবিআই। ব্যাহক পাঁচ বছর মেয়াদি আমানতে সুদের হার ৭.১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ শতাংশ করা হয়েছে। সুদের টাকাই যাঁদের জীবনযাপনের সহায়, এই ঊর্ধ্বমুকী বাজারদের দিনে এই বাস্তব বড় করুণ। পোস্ট অফিসে ৫ বছর মেয়াদি সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিংস স্কিমে ৮.৬ শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যায়। ৫ বছর মেয়াদের মাসিক আয় প্রকল্পে বছরে প্রাপ্য সুদের পরিমাণ ৭.৬ শতাংশ। এছাড়া ১ বছর থেকে ৩বছর মেয়াদি আমানতের ওপরে ৬.৯ শতাংশ এবং ৫ বছর মেয়াদের আমানতে ৭.৭ শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে ডাক বিভাগ। তুলানামূলক বিচারে পোস্ট অফিসে টাকা রাকা বয়স্ক নাগরিকদের পক্ষে ভালো। যদিও অনেক সময় বিভিন্ন যান্ত্রিক সমস্যার কারণে কাজ হতে, টাকা তুলতে দেরি হয়। এই সময় বয়স্ক নাগরিকদের যথাযথ বসবাস ব্যবস্থাও থাকে না, থাকে না মাথার ওপর পাখার ব্যবস্থাও। এই পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়া অতি আবশ্যক। প্রবীণদের সামাজিক সম্মান ও আর্থিক ভরসা না থাকলে, সমাজে নবীনে প্রবীণে আন্তরিক যোগ সুস্থিত না হলে, যাপনের পরিবেশে কোনও শৃঙ্খলা থাকে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

যাত্রীসেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানের সুনাম বৃদ্ধির আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। বাংলাদেশ বিমানকে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাত্রী সেবার মান উন্নত করার মাধ্যমে জাতীয় পতাকাবাহী বিমানের সুনাম বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা আশাকরি, বিমানের সুনাম অুণ রাখা এবং উত্তরোত্তর যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি করা, এবং যে বিমানগুলো আমরা এনে দিচ্ছি সেগুলো যথাযথভাবে সংরণ করা, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের দায়িত্ব। কাজেই এটা নিজস্ব সম্পদ, সে কথা মনে রেখে আপনাদের কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের তৃতীয় বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার 'গাংচিল'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে একথা বলেন।হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি টার্মিনালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রনালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বিমান পরিচালনারে ত্রেও আমি সকলকেই বলবো- আপনারা আপনাদের আন্তরিকতা নিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কাজটি সম্পাদন করবেন।'তিনি বলেন, আজকে দেশ যদি উন্নত হয়, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়, দেশের অগ্রযাত্রা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সকলেই সুন্দর জীবন পাবে, সুখী হয়ে চলতে পারবে। আর সেটাই আমাদের ল্য।দেশের বিমান বহরে তাঁর সরকার সংযোজিত অত্যাধুনিক বিমানগুলোর প্রতি সকলকে যতবান হওয়ার পরামর্শ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি অনুরোধ করবো আমার 'গাংচিল' যেন ডানা মেলে উড়তে পারে ভালভাবে, সবাই যত নেবেন।'

তিনি বলেন, আজকের উদ্বোধন করা 'গাংচিল'কে নিয়ে বোয়িং এর সঙ্গে চুক্তিকৃত ১০টি বিমান ক্রয়ের মধ্যে ৯ নম্বর বিমানটি বহরে যুক্ত হলো। আর একটা আসলেই ১০ম টি পূর্ণ হবে।অচিরেই এই বিমানগুলো ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে চলাচল করবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'আমেরিকায় এখনও আমরা যেতে পারছি না, তবে, আশা করছি শিগগিরই এই সমস্যার সমাধান হবে। আমাদের ড্রিমলাইনার সরাসরি ঢাকা থেকে জেএফকে (জনএফ কেনেডি এয়ারপোর্ট, নিউইয়র্ক) যাওয়ার মত সমতা রাখে। কাজেই আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।'

সেই সঙ্গে লন্ডনে বিমানের জন্য স্লট যেন আরো বৃদ্ধি পায় এবং আরো কয়েকটি দেশে বিমান তার যাত্রীসেবা যেন বৃদ্ধি করতে পারে এবং যেতে পারে সরকার সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান।

এয়ারক্রাফটের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁর সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, 'পরবর্তিতে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা আরো বিমান ক্রয় করবো। তবে, এর মাঝে আমি আরো চাচ্ছি দুটো কার্গো বিমান আমাদের নেওয়ার জন্য। যাতে আমাদের আমদানি-রফতানি বৃদ্ধি পায়।'তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই দুটি কার্গো বিমান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে, এটাও ঠিক আমাদের দেখতে হবে কোথা থেকে ভাল পাওয়া যায়, ভাল দামে পাওয়া যায়-সেটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী উড়োজাহাজটিতে আরোহণ করেন ও ককপিটসহ বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং পাইলট ও ক্রুদের সঙ্গে কথা বলেন।

এ উপলয দেশ ও জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহিবুল হক, বিমানের বোর্ড অব ডিরেক্টরস'র চেয়ারম্যান এয়ার মার্শাল (অব.) মুহাম্মাদ এনামুল বারী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ক্যাপ্টেন ফরহাত হাসান জামিল স্বাগত বক্তৃতা করেন।মন্ত্রি পরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, তিনবাহিনী প্রধানগণ, পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ২০০৮ সালে মার্কিন বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং কোম্পানির ১০টি নতুন বিমান ক্রয়ের জন্য ২ দশমিক ১ বিলিয়ন ইউএস ডলারের একটি চুক্তি করে।ইতোমধ্যে বহরে যুক্ত হয়েছে ৪টি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর, ২টি ৭৩৭-৮০০ এবং ৩টি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার।'রাজহংস' নামের চতুর্থ ড্রিমলাইনারটি আগামী মাসে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যুক্ত হবে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই সবক'টি ড্রিমলাইনারের নামকরণ করেছেন।

বাঙালি জাতির জন্যই অত্যন্ত কষ্টের, বেদনার মাস হিসেবে আগস্টকে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ভাষণের শুরুতেই জাতির পিতা, ১৫ অগাস্টের সকল শহীদ, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং সম্ভ্রমহারা ২ লাখ মা-বোনকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে ৩ বছরের শাসনামলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষ্ঠান এবং ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলার সময়ই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিমান সংস্থা গড়ে তোলেন।

তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে ৩ বছর সময় পান, তাতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই তিনি করে দিয়ে যান। বন্ধু প্রতীম দেশগুলোর থেকে সহায়তা নিয়ে আমাদের বিমান এয়ারলাইন্স তিনি চালু করে দিয়ে যান।'

বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমান গাংচিল উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ এই বিমান উদ্বোধনে এসেছি এই কারণে যে, আমার কেবলই মনে হয় একটু ভাল কাজ, যে কাজে আমার দেশের মানুষের কল্যাণ হবে, মানুষের মঙ্গল হবে, মানুষ স্বস্তি পাবে। সেই কাজটুকু করলে আমার বাবা-মা'য়ের আত্মা শান্তি পাবে এবং নিশ্চই তাঁরা খুশি হবেন।জাতির পিতা বাংলাদেশকেুধা ও দারিদ্যমুক্ত করে উন্নত-সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্যই আজীবন কষ্ট স্বীকার করে গেছেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বে দরবারের বাংলাদেশ যেন একটু সম্মান নিয়ে চলতে পারে। বাঙালি জাতি যেন একটি সম্মানীত জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র ল্য।

এ সময় স্বাধীনতা অর্জনকালে বাংলাদেশের সম্পর্কে বহিঃবিশ্বে প্রচলিত নেতিবাচক মনোভাবের প্রসঙ্গ স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'অনেকেই বলেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে কি হবে, এদেশ কখনও উঠে দাঁড়াতে পারবে না। আর '৭৫ এর ১৫ অগাস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর সেই প্রচেষ্টাই নেয়া হয়েছিল।'"কাজেই '৭৫ এর পর আমাদের জীবন থেকে মূল্যবান ২৯টি বছর হারিয়ে যায়, এটাই হলো দুর্ভাগ্যের কারণ যারা মতায় ছিল তারা দেশের স্বাধীনতাতেই বিশ্বাস করতো না, ' যোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, 'অথচ গত ১০ বছর এবং এর আগের ৫ বছরের আওয়ামী লীগের শাসনামলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই আমরা একটি উন্নত অবস্থানে নিতে সম হয়েছি।'

তাঁর সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ল্য সকলের উন্নত-জীবন-মানের নিশ্চয়তা বিধান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন,'একদম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকেও একটা সুন্দর জীবন যেন আমরা দিতে পারি সেই ল্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং বিমানকে আরো উন্নত করার দিকে সরকারের দৃষ্টি রয়েছে।'

এ সময় সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন এবং নতুন নতুন বিমানবন্দর তৈরিতে তাঁর সরকারের পদপেসমূহ তুলে ধরেন তিনি।'৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠনের সময়ই তিনি সিলেট এবং চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বোর্ডিং ব্রিজ নির্মাণ সহ আধুনিকায়নের করেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার এখন কক্সবাজারে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরী করছে।যেটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক গন্তব্যের পথে পড়ায় সেসব গন্তেব্যের মধ্যে চলাচলকারী বিমানগুলো এখান থেকে রিফ্যুয়েলিং এর সুযোগ পাবে এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বালুময় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের সৌন্দর্যও পর্যটকরা আরো বেশি করে উপভোগ করতে পারবে, বলেন তিনি।পর্যায়ক্রমে বিশ্বের অধিকাংশ গন্তব্যে যাত্রার জন্য বিমানের ফাইট চালু সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ধাপে ধাপে বিশ্বের আরো অন্যান্য দেশে বিমান যেন যেতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা করছি।'বাইরে থেকে টাকা ধার না করে বিমান কেনার জন্য স্বাবলম্বি হওয়ার প্রতিও প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, 'অতীতের মত বিমান কেনার জন্য কারো মুখাপেী না থেকে, অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার না করে, নিজেদের ব্যাংকের টাকা ঋণ নিয়েই বিমান ক্রয় করবো। তাই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। অর্থাৎ আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে চলতে চাই এবং দেশকে জাতির পিতার সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলাদেশ বিশ্বে মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে চলবে।'তিনি এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, 'জাতির পিতা আমাদের জন্য রক্ত দিয়ে গেছেন। তাঁর রক্তঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।'

২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানা হত্যাকান্ডের দিন খালেদা জিয়া কোথায় ছিলেন, জানতে চান কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানা হত্যাকাণ্ডের দিন খালেদা জিয়া সকাল বেলা বাসা থেকে বের হয়ে ২৪ ঘণ্টা কোথায় ছিলেন- বিএনপির কাছে এর জবাব চেয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) জাতীয় শোক দিবস উপলে মহিলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ প্রশ্ন করেন। বিকেলে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিএনপির অভিযোগ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানার ঘটনার দিন সূর্য ওঠার আগেই খালেদা জিয়া বাসা থেকে বের হয়ে ২৪ ঘণ্টা নিখোঁজ ছিলেন। তিনি কোথায় ছিলেন? যিনি দুপুরের আগে ঘুম থেকে ওঠেন না, তিনি সূর্য ওঠার আগে বাসা থেকে বেরিয়ে ২৪ ঘণ্টা নিখোঁজ থাকলেন। এতে প্রমাণ হয়, এ ঘটনার জন্য তারা দায়ী। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সময় আপনার (মির্জা ফখরুল) নেত্রী কোথায় ছিলেন, এর জবাব কি দেবেন?

তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্ট- এ দু'টি হত্যাকাণ্ড একই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা। ১৫ আগস্ট ষড়যন্ত্রের 'প্রাইম টার্গেট' ছিলেন বঙ্গবন্ধু আর ২১ আগস্টের 'প্রাইম টার্গেট' ছিলেন শেখ হাসিনা। '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ২১ আগস্ট যখন গ্রেনেড হামলা হয়েছে, তখন মতায় ছিল কারা?

সেতুমন্ত্রী বলেন, ২১ আগস্ট হত্যাকারীদের নেতা হরকাতুল জিহাদের মুফতি হান্নান জবানবন্দিতে বলেছে, হাওয়া ভবনের পরিকল্পনায় তারেক রহমানের নির্দেশে তারা হামলা করে। এ ঘটনার মাস্টারমাইন্ড তারেক রহমান- একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এটা প্রচলিত আদালতে প্রমাণিত হয়েছে, জনতার আদালতে প্রমাণিত, ইতিহাসের আদালতেও প্রমাণিত হবে। এ ঘটনায় আপনারা (বিএনপি) যদি জড়িত না থাকেন, তাহলে এফবিআই'কে তদন্ত করতে বাধা দিলেন কেন? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে তদন্ত করতে আসতে বাধা দিলেন কেন? জজ মিয়া নাটক সাজিয়েছিলেন কেন? ২২ আগস্ট সকালের আগে কেন সব আলামত নষ্ট করে দিলেন? হামলাকারীদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেওয়া হলো কেন? এর জবাব কি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেবেন?

কাদের বলেন, নবাব সিরাউদ্দৌলার সঙ্গে মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। মীর জাফররা সব জায়গায় থাকে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মোশতাক বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এটা আওয়ামী লীগের জড়িত থাকার বিষয় না। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সেনাপতি ইয়ার লতিফ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সেনাপতি জিয়াউর রহমান বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জিয়াউর রহমান যদি জড়িত না-ই থাকবেন, তাহলে খুনিদের বিদেশে নিরাপদে যেতে দিলেন কেন? তাদের দূতাবাসে চাকরি দিলেন কেন? পুরস্কৃত করলেন কেন? ফখরুল সাহেব, এর জবাব দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কে বন্ধ করেছিল? কে ইনডেমিনিটি দিয়েছিল? এটি সংবিধানে কে অন্তর্ভূক্ত করেছিল? এর জবাব আপনাদের দিতে হবে ফখরুল সাহেব। আজও এর জবাব দেননি।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, অনেকে বলেন, আমরা সংলাপ করি না। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে ইনডেমিনিটি দিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যে কর্মসম্পর্কের অলঙ্ঘিত দেওয়াল তৈরি করা হয়। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর সে দেওয়াল আরও উঁচু হয়েছে। সে দেওয়াল আমরা ভুলি কীভাবে? ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাকে আপনারা হত্যার পরিকল্পনা করে আওয়ামী লীগের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করেছেন। এতকিছুর পরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে খালেদা জিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। খালেদা জিয়া কি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন, সবাই জানে। এরপর, পুত্রহারা মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন শেখ হাসিনা।

কিন্তু, মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটা করে আপনারা কর্মসম্পর্কের রাজনীতির দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাফিয়া খাতুন। এতে আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মেরিনা জাহান কবিতা, পারভীন জামান কল্পনা, ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক মাহমুদা বেগম ক্রিক, মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী সাহিদা তারেক দিপ্তি, আসমা জেরিন ঝুমু, শেখ আনার কলি পুতুল, সুরাইয়া বেগম ইভা প্রমুখ।

নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে বাংলাদেশের আইজিপি'র নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড় মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী।তিনি বলেন, থানা হবে পুলিশি সেবার মূল কেন্দ্রবিন্দু। থানায় আগত সেবা প্রত্যাশী মানুষ যেন হাসিমুখে ফিরে যেতে পারে সেজন্য সকল পুলিশ সদস্যকে আরো আন্তরিক হতে হবে।

তিনি বৃহস্পতিবার বিকেলে পুলিশ সদর দফতরের সম্মেলন কে এ্যাডিশনাল ডিআইজি পদে সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র্যাং ক ব্যাজ পরিধান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এ নির্দেশ প্রদান করেন।আইজিপি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ বদলে যাচ্ছে। আমরা জনগণের পুলিশ হওয়ার জন্য কাজ করছি। সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া জনবান্ধব পুলিশ হওয়া সম্ভব নয়।তিনি বলেন, কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে জনবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।জঙ্গি দমন প্রসঙ্গে পুলিশ প্রধান বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিদের মোকাবেলায় সর্বদা তৎপর ও সজাগ থাকতে হবে। জঙ্গি দমনে ব্লক রেইড, চেকপোস্ট স্থাপন এবং তল্লাশী অভিযান জোরদার করার জন্য পুলিশের সকল ইউনিট প্রধানকে নির্দেশ দেন তিনি।পরে তিনি অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে পদোন্নতি প্রাপ্তদের রযাং ক ব্যাজ পরিয়ে দেন।

এ অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত আইজিপি (এএন্ডও)

ছয়ের পাতায়

ফিরতে রাজি হয়নি কেউ, শুরু হয়নি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। বাংলাদেশের প থেকে সব প্রস্তুতি নিয়ে চীন ও মিয়ানমারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে দীর্ঘ সময় আলোচনা চালানোর পরও রোহিঙ্গারা ফিরতে আগ্রহী না হওয়ায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি।

শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. আবুল কালাম বৃহস্পতিবার বলেছেন,আমাদের দিক থেকে তো আমরা সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। প্রত্যাবাসনের জন্য তালিকায় থাকা ১০৩৭টি পরিবারের মোট ৩৫৪০ জনের স্যাাৎকার নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেউ এখনও স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে রাজি হননি।

এ পর্যন্ত ৩৩৯টি পরিবারের একজন করে প্রতিনিধির স্যাাৎকার নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়া চলবে। কেউ স্বেচ্ছায় রাজি হলে তাকে ফেরত পাঠাতে আমরা প্রস্তুত। ওই সময়ের আগে আমরা বলতে পারব না যে আজ প্রত্যাবাসন হচ্ছে না।

রাখাইনের গ্রামে গ্রামে হত্যা-ধর্ষণ আর ব্যাপক জ্বালাও পোড়াওয়ের মধ্যে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসা এই রোহিঙ্গারা ফিরে যাওয়ারে ত্রে অন্তত চারটি শর্তের কথা বলছেন।

তাদের দাবি, প্রত্যাবাসনের জন্য আগে তাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। জমি-জমা ও ভিটেমাটির দখল ফেরত দিতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রাখাইনে তাদের সঙ্গে যা হয়েছে, সেজন্য তিপূরণ দিতে হবে। এর আগে গতবছর ১৫ নভেম্বর একইভাবে প্রত্যাবাসন শুরুর সব প্রস্তুতি নিয়ে দিনভর অপো করার পরও মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে রোহিঙ্গাদের মনে আস্থা তৈরি না হওয়ায় সেই চেষ্টা ভেস্তে যায়।এবার মিয়ানমারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা হলেও দুই বছর ধরে চলা এ সঙ্কট সমাধানের দ্বিতীয় দফা চেষ্টাও দৃশত ব্যর্থ হল।

অবশ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে মোমেন হাল ছাড়তে রাজি নন। দুপুরে ঢাকায় নিজের কার্যালয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন,আমরা আশায় বুক বেঁধে আছি। সমস্যা মিয়ানমারের, সমাধানও তাদেরই করতে হবে। আমরা জোর করে কিছু করব না।নিজেদের দেশে ফিরে যেতে রোহিঙ্গাদের অনাগ্রহের বিষয়টিকে দুঃখজনক হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন,আমরা চেয়েছি আজ থেকে প্রক্রিয়াটা শুরু হোক। এরপরও আমরা প্রক্রিয়াটা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব।

ছয়ের পাতায়

রোহিঙ্গাদের ভুল বোঝাচ্ছে কিছু এনজিও অভিযোগ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। কিছু এনজিওর তৎপরতা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে এই অভিযোগ শুনে ওই এনজিওগুলোকে চিহ্নিত করার সুপারিশ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি।এক বছর আগে প্রথম দফার পর বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফায় প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার দিনই সংসদ ভবনে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বিষয়টি আলোচনায় ওঠে।নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একাংশকে এদিন ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা হলেও তারা যেতে রাজি হয়নি।

রোহিঙ্গাদের না যাওয়ার সিদ্ধান্তেরে ত্রে মিয়ানমারের প্রতি তাদের অনাস্থার বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়টি দুঃখজনক আখ্যায়িত করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনও বলেন, রোহিঙ্গাদের আস্থার যে ঘাটতি আছে, তা মিয়ানমারকেই দূর করতে হবে।

সংসদীয় কমিটির বৈঠকে আলোচনার পর কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন,মন্ত্রণালয়ের প থেকে আমাদের জানানো হয়েছে, কিছু কিছু এনজিও রোহিঙ্গাদের বোঝাচ্ছে, তারা যেন নিজ দেশে না যায়।এনজিওরা বোঝাচ্ছে, নাগরিকত্বসহ কিছু শর্ত পূরণ না হলে যেন তারা না ফিরে যায়।কমিটি এসব এনজিওদের কাজ মনিটরিং করে তাদের চিহ্নিত করতে বলেছে,বলেন তিনি।

বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা যে সব শরণার্থী শিবিরে রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন এনজিও কাজ করছে। জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআরও কাজ করছে সেখানে।রোহিঙ্গাদের নিয়ে কাজ করা দেশি-বিদেশি এনজিওর কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু দিন আগে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির এক বৈঠকেও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।কমিটির সভাপতি মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছিলেন, কিছু এনজিও সেখানে 'ইল মোটিভ' নিয়ে কাজ করছে বলে গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের আহ্বানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপের মুখে মিয়ানমার ৭ লাখ শরণার্থীকে ফেরত নিতে রাজি হলেও রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব এবং রাখাইন রাজ্যে নিরাপত্তার

ছয়ের পাতায়

ঐক্য ছেড়ে একলা চলো নীতি হবে আত্মঘাতী : হাসানুল হক ইনু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত জঙ্গি চক্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম গত বিশ বছর ধরে চলছে, সেই সংগ্রামে সাফল্য আমরা অর্জন করতে পেরেছি ১৪দল ও মহাজোটের ঐক্যের রাজনীতির কারণে। ঐক্যই পারে বিএনপি-জামায়াতকে কোণঠাসা করে রাখতে। যদি সেই সফলতা ধরে রাখতে হয় তাহলে ঐক্য ছেড়ে একলা চলো নীতি হবে আত্মঘাতী।বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুষ্টিয়া সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে জাসদ সভাপতি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

ইনু বলেন, ঐক্যই পারে জঙ্গিদের ধ্বংস করতে এবং তাদের দমনের সুফলগুলো সংহত করতে, তাই ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। যেহেতু এখনও পর্যন্ত ২১ আগস্টের খুনিদের পে ছাপাই গাওয়া চলছে, বাংলাদেশ সেহেতু বিপদমুক্ত নয়।

'যে ঐক্য জঙ্গি দমনে সাফল্য দিয়েছে সেই বিজয়টাকে ধরে রাখাতে একলাচলো নীতি বাদ দিয়ে ঐক্যের নীতিটাকে আরও শক্তভাবে অনুসরণ করা উচিৎ। ওরা কোণঠাসা হলেও রাজনৈতিকভাবে এখনও আত্মসমর্পণ করেনি। সেই হত্যাকাণ্ডে জড়িত খুনিদের পে ছাপাই ও আড়াল করার একটা অপচেষ্টা এখনও আছে।

জাসদ সভাপতি ইনু আরও বলেন, টেকসই উন্নয়নের যে ল্যমাত্রা, তার কাঙ্খিত মাত্রা অর্জন করার দতা ও সমতা বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে। গত ১০ বছরের বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নে যে সফলতা ও দতা প্রদর্শন

ছয়ের পাতায়

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে : রুহুল কবির রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২২।।বর্তমান সরকার নাৎসীবাদের মতো জোর করে মতা ধরে রেখে সবকিছু করছেন অভিযোগ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, আইন, প্রশাসন, বিচার বিভাগ- সব সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এখন যে বিচার হচ্ছে এটা ক্রোধ বাস্তবায়নের বিচার। এর কোনো জবাব নেই। এর জবাব হচ্ছে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই জনগণ জবাব, কে দায়ী আর কে দায়ী না।

বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) দুপুরে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।রিজভী বলেন, কেবল প্রধানমন্ত্রী বা মতাসীন দলের নেতারাই নন, আমরা বিস্মিত হয়েছি যখন দেখেছি দুই-একটি পত্রিকা এবং সরকারি নেতাদের মালিকানাধীন টেলিভিশনে ইনিয়ে-বিনিয়ে বেসামাল ভাষায় খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের ওপর দোষ চাপাতে অকান্ত চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য, প্রকৃত ঘটনা এভাবে মিথ্যাচার আর অপপ্রচারের মাধ্যমে জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করা যাবে না।

তিনি বলেন, আমরা প্রথম থেকেই দেখছি-আওয়ামী লীগ একুশে আগস্ট বোমা হামলা মামলা নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনীতি করছে। মূলত ২১ আগস্টের ঘটনা ছিল গভীর নীল নকশার অংশ, যে নীল নকশার সঙ্গে মতাসীনরা জড়িত কী-না তা নিয়ে জনমনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ মামলার সামগ্রিক সুষ্ঠু, নিরপে ও স্বচ্ছ তদন্ত হলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসতো। কিন্তু তা না করে সুপরিকল্পিত নীলনকশা অনুয়ায়ী এ ঘটনাকে ন্যাক্কারজনক কায়দায় সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করে আসছে আওয়ামী লীগ। তার বড় প্রমাণ হলো কথিত সম্পূরক চার্জশিটের নামে এ মামলায় তারেক রহমানকে জড়িয়ে ফরমায়েশি রায়ে সাজা দেওয়া। যা ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, গভীর ষড়যন্ত্রমূলক ও দীর্ঘদিনের মাস্টারপ্ল্যানের ফসল।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. এজেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা নজমুল হক নান্নু, বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুল আউয়াল, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, আমিনুল ইসলাম, শাহজাহান মিয়া সম্রাট প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বেচ্ছায় ফিরতে রাজি হয়নি রোহিঙ্গারা ইউএনএইচসিআর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা কেউ-ই রাখাইনে স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে রাজি হয়নি বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর।

তবে রোহিঙ্গাদের ফেরাতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। রাখাইনে ফেরত পাঠানোর লয রোহিঙ্গাদের স্যাাৎকারেরপর বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইউএনএইচসিআর এ তথ্য জানায়।

এতে বলা হয়, প্রত্যাবাসনের লয যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাছাই করা ৩ হাজার ৪৫০ রোহিঙ্গা শরণার্থীর নাম বাংলাদেশ সরকারকে দেয় মিয়ানমার। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন অধিকার নিশ্চিতেরে ত্রে এই প্রক্রিয়াকে মিয়ানমারের আগ্রহ একটি ইতিবাচক পদপে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় কিনা সেটা নিশ্চিতে জরিপ কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করে আসছে ইউএনএইচসিআর। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউএনএইচসিআর রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে তাদের সঙ্গেও দেখা করেছে। তারা মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় কিনা তা জানতে কাজ করেছে। তাদের স্যাাৎকার নেওয়া হয়েছে। তবে স্যাাৎকার গ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ-ই এই সময়ে মিয়ানমারের রাখাইনে ফিরে যেতে আগ্রহ দেখায়নি। তবে তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে ইউএনএইচসিআর এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান করে। একই সঙ্গে সরকারের থেকে ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতির প্রশংসাও করে সংস্থাটি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইউএনএইচসিআর আরও জানায়, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে তারাও একমত যে, শরণার্থীদের যেকোনো প্রত্যাবাসন অবশ্যই স্বেচ্ছামূলক, নিরাপদ ও মর্যাদার ভিত্তিতে হতে হবে।রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় ফেরাতে ও তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে ইউএনএইচসিআর উভয় সরকারকে (বাংলাদেশ ও মিয়ানমার) সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভুল ভুলাইয়া ২-এর প্রথম লুকে কার্তিক আরিয়ান

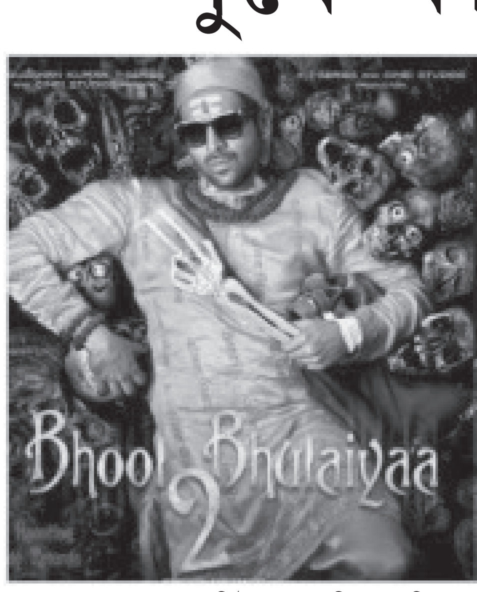

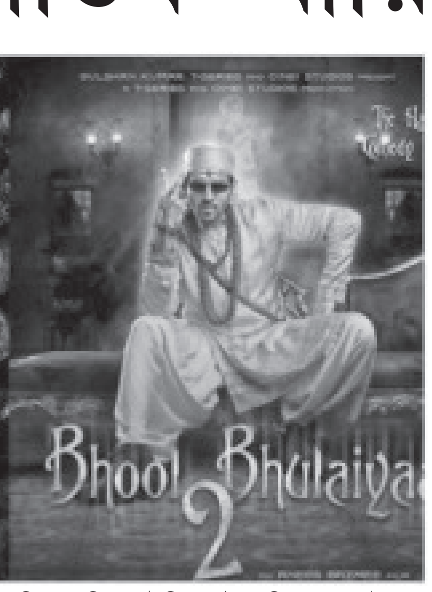

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বলিউডে কিছু কিছু ছবির সিক্যুয়েলের অপেক্ষায় থাকেন দর্শকেরা। যেমনটা হল ''ভুল ভুলাইয়া''। অনেকদিন আগে শোনা গিয়েছিল, নির্মাতারা ছবিটির সিক্যুয়েল নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। নতুন রূপে এবং নতুন বেশে ধরা দিলেন কার্তিক আরিয়ান। খুলি হাতে নিয়ে তান্ত্রিক বেশে দেখা গেল কার্তিককে। ''ভুল ভুলাইয়া ২'' প্রথম লুক প্রকাশ্যে আনলেন নির্মাতারা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে হলুদ কুর্তা এবং পাজামা, সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা পড়ে সিংহাসনে বসে আছেন কার্তিক। অন্যদিকে, আবার কঙ্কালের সঙ্গে তাঁকে পোজ দিতে দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই অভিনেতার এই লুক ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।কার্তিক লেখেন, ''ভূতের গুরুর প্রবেশ করার সময় চলে এসেছে। হরে রাম হরে রাম। হরে কৃষ্ণা হরে রাম। ভুল ভুলাইয়া ২। তৃতীয়বার ভূষণজির সঙ্গে কাজ করতে পেরে ভালো লাগছে। এই ছবিটি আমার খুব পছন্দের। এর দ্বিতীয় ভাগের অংশে কাজ করেছি। অক্ষয় কুমারের বড় ভক্ত আমি। আমার ওপর অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। অসাধারণ চিত্রনাট্য পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন অনিজ স্যার।'' তবে অভিনেতার অনুরাগীরা কিন্তু এই লুক ভীষণ পছন্দ করেছেন। অনেকেই আবার অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কার্তিকের মিল খুঁজে পেয়েছেন বলে জানান। একজন লিখেছেন, ''অসাধারণ লুক!!! দেখে বেশ ভালো লাগল।'' আরও একজন বলেছেন, '' ছবির প্রথম লুকেই তোমাকে অক্ষয় স্যারের মতো দেখাচ্ছে। অনেক শুভেচ্ছা।''উল্লেখ্য, ''ভুল ভুলাইয়া'' ছবিটি ২০০৭-এ মুক্তি পায়। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অক্ষয় কুমার, বিদ্যা বালন, আমিশা প্যাটেলকে। অক্ষয় ছবিতে সাইকোলজিস্টের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অন্যদিকে, বিদ্যাকে মঞ্জুলিকার ভূমিকায় দেখা যায়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রিয়দর্শন।

স্বাস্থ্যে কাজু বাদামের বিভিন্ন উপকারিতা জেনে নিন

কাজু বাদাম খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর? এমন প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, পুষ্টিগুণ এবং শারীরি উপকারিতার দিক থেকে কাজুবাদামের কোন বিকল্প হয় না বললেই চলে। এতে উপস্থিত প্রোটিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খনিজ এবং ভিটামিন নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। শুধু তাই নয়, কাজু বাদামে ভিটামিনের মাত্রা এত বেশি থাকে যে চিকৎসকেরা একে প্রকৃতির ভিটামিন ট্যাবলেট নামও ডেকে থাকেন। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত যদি কাজু বাদাম খাওয়াযায়, তাহলে শরীরে নানা পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতি দূর হয়, সেই সঙ্গে আরও কিছু উপকার পাওয়া যায়। ক্যান্সার রোগ দূরে থাকে মারণ রোগটি যদি সাপ হয় , তাহলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হল বেজি। তাই তো যেখানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে সেখানে ক্যান্সার সেলের খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়েদাঁড়ায়। তাই তোপ্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরাঙ। আসলে এই বাদামটির শরীরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সার সেলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি টিউমার যাতে দেখা না য়ে সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, কাজু বাদামে থাকা প্রম্যান্থোসায়ানিডিন নাম একটি উপাদানএক্ষেতে বিশেষ ভমিক পালন করে থাকে। সংক্রমণের আশঙ্কা কমে প্রাকৃতিক উপাদানটিতে থাকা জিঙ্ক, ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাই আপনি যদি এই ধরনের ইনফেকশনের শিকার প্রায়শই হয়ে থাকেন, তাহলে রোজের ডায়েটে কাজু বাদামের অন্তর্ভূক্তি ঘটাতেই পারেন। হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে কাজু বাদামে উপস্থিত অ্যান্টি অক্সিডেন্ট একদিকে যেমন ক্যান্সার রোগকে দূরে রাখে তেমনি নানবিধ হার্টের রোগ থেকে বাঁতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যাদে পরিবার হার্ট ডিজিজের ইতিহাস রয়েছে, তারা প্রয়োজনে মনে করলে এই প্রকৃতির উপাদানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই পারেন। ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখা মাঝে মধ্যেই কি রক্তচাপ গ্রাফের কাঁটার মতো ওঠা নামা করে? তাহলে তো চটজলদি কাজু খাওয়া শুরু করতে হবে। কারণ এই বাদামে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, যা ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কাশ্মীর নিয়ে প্রিয়াঙ্কার মত একজন ভারতীয়র মতোই, বললেন জাভেদ আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের হয়ে মুখ খোলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের হয়ে মুখ খোলায় ইউ এনের গুডউইল অ্যাম্বাসাডারের পদ থেকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার পদত্যাগ দাবি করে পাকিস্তান। পাকিস্তানের মানবাধিকার মন্ত্রী শিরীন মাজারি সরাসরি প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। যা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক শুরু হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কোনও মন্তব্য না করলেও তাঁর হয়ে মুখ খুললেন জাভেদ আখতার। তিনি বলেন, একজন ভারতীয় হিসাবে যা বলার দরকার তা-ই বলেছেন প্রিয়াঙ্কা।: বন্ধুকে চোখে হারাচ্ছেন, মনমরা হয়ে পড়েছেন আমির-কন্যা ইরাবুধবার কলকাতায় একটি সাহিত্য অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জাভেদ আখতার। সেখানে তিনি বলেন, 'প্রিয়াঙ্কার বক্তব্যে যদি পাকিস্তান আঘাত পায়, তাহলে তাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি প্রিয়াঙ্কাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। উনি একজন শিক্ষিত, মার্জিত মানুষ। সবথেকে বড় কথা উনি একজন ভারতীয়।' জাভেদ আখতার আরও বলেন, 'যদি একজন ভারতীয় নাগরিক(প্রিয়াঙ্কা চোপড়া) ও পাক নাগরিকের মধ্যে কোনও বিতর্কের শুরু হয়, তাহলে প্রিয়াঙ্কা অবশ্যই একজন ভারতীয় হিসাবেই তাঁর মত প্রকাশ করবেন।': কিশোরীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ, মুখ খুললেন নোবেলসম্প্রতি ইউনিসেফের কার্যনির্বাহী পরিচালককে একটি চিঠি দিয়ে ইউ এন গুডউইল অ্যাম্বাসাডারের পদ থেকে প্রিয়াঙ্কার অপসারণের দাবি জানান পাকিস্তানের মানবাধিকার মন্ত্রী শিরীন মাজারি। পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের স্বপক্ষে রয়েছেন বলে সমালোচনা করেন ওই মন্ত্রী।

৫৬ তেও ফিট প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিনেতা হিসাবে প্রায় ৩০ বছর পার করে ফেলেছেন। অভিনেতা হিসাবে একটা অধ্যায় পেরিয়ে এসেছেন বললেও ভুল হয় না। ১৯৬৮ সালে বাবা বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ''ছোট্ট জিজ্ঞাসা'' ছবি দিয়ে শুরু পরে ১৯৮৩ সালে বিমল রায়ের পরিচালনায় প্রথম নায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর ''অমর সঙ্গী'' থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে কেরিয়ারের একের পর এক হিট ছবি দিয়েছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে ''অটোগ্রাফ'', ''জাতিস্মর'', ''বাইশে শ্রাবণ'', ''প্রাক্তন''-এর মত ছবিতেও অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। প্রথম থেকেই একটু একটু করে নিজেকে ভেঙে আবার গড়ে তুলেছেন। তার প্রতিফলনও পাওয়া গিয়েছে ছবিতে।খুবই অল্প বয়সে অভিনয়ে এসেছে। তবে এখন বয়স বেড়ে ৫৬। তবে এই বয়সেও তাঁর ফিটনেস অন্যান্য তারকাদের কাছে রীতিমত ইর্ষার বিষয়। কিন্তু কীভাবে এত ফিট থাকেন বুম্বাদা? উত্তর লুকিয়ে আছে তাঁর নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্যেই। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের শরীরচর্চার ভিডিয়োতে তার প্রমাণ মেলে। নিজের ইনস্টাগ্রাম পেজে শরীরচর্চার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন বুম্বাদা। ভিডিয়োতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শরীরচর্চার পেছনে বেশ অনেকটা পরিশ্রমই করেন তিনি। তাঁকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য তাঁর ট্রেনারকে ধন্যবাদর্চার মধ্যেই। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের শরীরচর্চার ভিডিয়োতে তার প্রমাণ মেলে। নিজের ইনস্টাগ্রাম পেজে শরীরচর্চার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন বুম্বাদা। ভিডিয়োতেই স্পষ্ট দেও জানিয়েছেন প্রসেনজিত।ভিডিয়ো দেখে প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি অভিনেতা গৌরব চট্টোপাধ্যায়। কমেন্ট করেছেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, যশ দাশগুপ্ত সহ আরও অনেক তারকাই।প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ''গুমনামি'' ছবির ট্রেলার। ছবিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকায় দেখা যাবে প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়কে। আপাতত এই ছবিতে তাঁর অভিনয় নিয়েই বেশ চর্চায় রয়েছেন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে । তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।'

কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বন্ট্রান্সপ্ল্যান্ট' যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্তু ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।''

''ভগবান আমাকে অনেক অর্থ দিয়েছেন, এত টাকা রাখব কোথায়?'' বললেন অক্ষয় কুমার

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব হোক কিংবা বন্যা। দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোটা অক্ষয়ের নীতির মধ্যে পড়ে গিয়েছে। সেটা ওড়িশাতে ফণীর ছবল হোক কিংবা অসামে বন্যার প্রকোপ। খিলাড়ি কুমার বলিউডে থেকেও ভারতের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান সবসময়। এর জন্য নিজের আয় থেকেই সরকারকে সাহায্যে করতে এগিয়ে আসেন অক্ষয়। কিছুদিন আগেই অসমের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির চিত্র দেখে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি টাকা ও কাজিরাঙ্গাতে পশুদের অবস্থা শোচনীয় দেখে তাঁদের জন্য আলাদা আর্থিক সাহায্যে করেন অক্ষয়। এই নিয়ে এক সাক্ষাতকারে তিনি জানান, ''ভগবান আমাকে এত অর্থ দিয়েছে, আমার তাই ওত চিন্তাভাবনা নেই। মনে হলে দিয়ে দিই দ্বিতীয়বার ভাবি না।''তিনি আরও জানান, ''অসমের বন্যার কিছু দৃশ্যে আমাকে খুবই কষ্ট দেয়। যেমন একটি মা তাঁর বাচ্চাকে কোলে করে জলের স্রোতের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি সেই মানুষটির মুখে কোনও যন্ত্রনা কিংবা ভয় নেই এটাই ভয়ানক ব্যাপার। তখন আমি ভাবলাম এটা তো আমার স্ত্রী কিংবা ছেলে-মেয়ের সঙ্গেও হতে পারে। আমি আরও দেখি কাজিরাঙ্গার পশুগুলো কীভাবে রয়েছে। তাই মন থেকেই একটা সাড়া জাগল, আর্থিক অনুদান দিলাম। এটা কোনও ভিক্ষা নয় এটা সাহায্যে যেটার মাধ্যমে দেশের ভালো হয়।''অক্ষয় আরও জানান, ''এত পয়সা আমার কী হবে, কোথায় নিয়ে যাব এত অর্থ তাই অনুদান করাটাই শ্রেয়। তবে আমার এটা শুনে খুব ভালো লাগল যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাওয়ালা আমাকে ফোন করে জানান আমাকে দেখে নাকি আরও সাধারণ মানুষ দান করেছেন যেটা খুবই গর্বের বিষয়। তখনই বুঝলাম আমার দেশ কত ভালো।'' কিছুদিন আগেই অর্থাত ১৫ অগাস্ট মুক্তি পেয়েছে তাঁর অভিনীত সিনেমা ''মিশন মঙ্গল''। বলিউডে যা প্রায় ১০০ কোটির কাছাকাছি ব্যবসা করে ফেলেছে। তবে অক্ষয়ের হাতে রয়েছে একাধিক সিনেমা। যেমন ''হাউসফুল-৪'', ''বাচ্চান পান্ডে'', ''সূর্যবংশী'', ''লক্ষী বোম্ব'', ''পৃথ্বীরাজ চৌহান''।

বয়সে বড় মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রণবীর সিংয়ের?

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি নাকি যৌনতার বিষয়ে ''বিশেষজ্ঞ''। এবার প্রকাশ্যে এমনই দাবি করে বসলেন রণবীর সিং।: মহারাষ্ট্রে বন্যা দুর্গতদের ২৫ লক্ষ দিলেন আমির খানবরাবরই সব বিষয়ে খোলামেলা ভাবেই কথা বলতে পছন্দ করেন বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং। সে সবার সামনে স্ত্রী দীপিকার প্রশংসা করাই হোক বা অনুরাগী ও সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সবসময়েই নিজের মন মতো চলেন অভিনেতা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।: প্রভাসকে ''সঙ্গ'' দেওয়ায় জ্যাকলিন কত

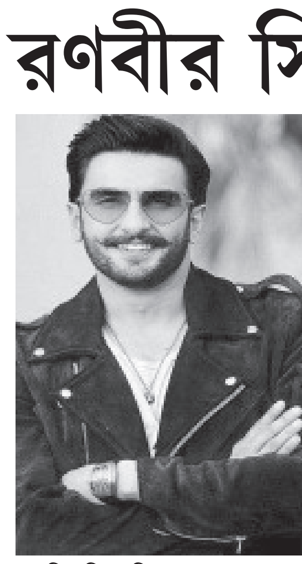

পারিশ্রমিক নিচ্ছেন জানেন! সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাতকারে রণবীর সিং বলেন, মাত্র ১২ বছর বয়সেই নাকি কুমারত্ব হারান তিনি, তাও আবার বয়সে বড় একজন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। অভিনেতার কথায়, ''আমার যখন ১২ বছর বয়স, তখনই আমি প্রথম কুমারত্ব হারাই। আমি সবকিছুই তাড়াতাড়ি শুরু করেছিলাম। নিজের বয়সের তুলনায় বেশিই পাকা ছিলাম। সেই কারণে স্কুলের অন্য ছেলেদের মায়েরা বলতেন, আমি বাকিদের নষ্ট করে দিচ্ছি। স্কুলে বাকি ছেলেরা আমাকে ঘিরে থাকত, আর আমি তাদের শিক্ষা দিতাম। ওরা তখনও এই বিষয়ে কিছুই জানত না। সেখানে আমি ওই বয়সেই বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছিলাম।'

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখাগেছে। কিন্তু এবার তো বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনফ্রায়েড নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক। স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়। নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ওক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

বৃহস্পতিবার সিনিয়র লেভেল অফিসিয়াল এর অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

চাওয়ালা থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মোদী মুখ্যমন্ত্রী থেকে চাওয়ালী হবেন মমতা : কটাক্ষ রাহুলের

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স) : 'চাওয়ালা থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, এবার মুখ্যমন্ত্রী থেকে চাওয়ালী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই প্রাকটিস করছিলেন দীঘায় গিয়ে।' বৃহস্পতিবার এমন ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সাধারন সম্পাদক রাহুল সিনহা। এদিন রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন তিনি।

এদিন চিদম্বরমের গ্রেফতারি প্রসঙ্গ টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন রাহুল সিনহা। তিনি বলেন, 'পাপ করলে পাপের সাজা ভোগ করতেই হবে। ভারতকে যারা লুঠ করেছেন তার মধ্যে অগ্রগণ্য চিদম্বরম। যারা এই অসত্যের সঙ্গে জড়িত তাদেরও এমনই অবস্থা হবে।'

এরপরেই এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিদম্বরমের হয়ে চিৎকার করছেন কারন তিনি ভয় পেয়েছেন। সারদার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরও এই একই অবস্থা ভেবে। আর তাই দীঘায় গিয়ে চা করা প্রাকটিস করছেন। কারন চাওয়ালা থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী, এবার মুখ্যমন্ত্রী থেকে চাওয়ালী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

এদিন এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষও। তিনি বলেন, 'দিদিমণি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। তাই চা বিক্রির প্রাকটিস শুরু করেছেন। কিন্তু চা বিক্রি করলেই যে প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না। তার জন্য ভালো কাজের প্রয়োজন হয়। মুখ্যমন্ত্রী বরং এর জন্য সাধনা করুন, ত্যাগ করতে শিখুন।'

প্রসঙ্গত, বুধবার দীঘা লাগোয়া দত্তপুর গ্রামে জনসংযোগে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অভাব অভিযোগ শোনার পর একটি চায়ের দোকানে ঢুকে চা তৈরি করেন তিনি। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। তারপরেই এদিন এপ্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।

৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে জনসচেতনতা কর্মসূচী গ্রহণ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.) জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জন জাগরণ অভিযান এবং সম্পর্ক অভিযান নামে দুইটি কর্মসূচী চালানো হবে। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। গোটা দেশের ৩৭০টি জায়গায় এই অভিযান চালানো হবে। ৩৫ বড় শহরে অনুষ্ঠিত হবে বড় সমাবেশ। এই কর্মসূচী সফল ভাবে সম্পাদন করার জন্য যে দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে তার মাথায় বসানো হয়েছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, কার্যকারি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।এর পাশাপাশি দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও অংশগ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও এই কর্মসূচীতে যোগ দেবেন।

সম্পর্ক অভিযানের মাধ্যমে দেশবাসীকে বোঝানো হবে কেন ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হল। এর ফলে কি হবে। জন জাগরণ অভিযানের মাধ্যমে দেশের ৩৭০টি জায়গায় ছোট সমাবেশ করে জনসচেতনা বৃদ্ধি করা হবে।

উত্তরপ্রদেশে মিড-ডে মিলে নামে নুন-রুটি জুটল পড়ুয়াদের পাতে

মির্জাপুর(উত্তরপ্রদেশ), ২২ আগস্ট (হি.স.) : নুন-ভাতের পর এবার নুন-রুটি। পশ্চিমবঙ্গের হুগলির পর এবার ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর। মিড-ডে মিলের নামে মধ্যাহ্নভোজে খেতে দেওয়া হল নুন-রুটি। বৃহস্পতিবার মির্জাপুরের হিনাউতা গ্রামের সিউর প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে সবজি, ডাল, দুধ, ফলের পরিবর্তে খেতে দেওয়া নুন-রুটি। ঘটনাটি জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। গাফলতি যে হয়েছে তা মেনে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার জন্য গড়া হয়েছে তদন্ত কমিটি। এক শিক্ষকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। স্কুলের কাজল নামে এক ছাত্রী জানিয়েছে এদিন নুন-রুটি খেতে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মধ্যে রুটি ও সবজি খেতে দেওয়া হয়। স্কুলের অন্যান্য পড়ুয়ারা জানিয়েছে যে মিড-ডে মিলে দুধ দেওয়ার কথা থাকলেও তাদের দুধ দেওয়া হয় না। স্কুলের রাঁধুনি জানিয়েছেন যে তাকে মাত্র পাঁচশো গ্রাম আলু দেওয়া গোটা স্কুলের মিড-ডে মিলের জন্য। মির্জাপুরের জেলাশাসক অনুরাগ প্যাটেল জানিয়েছেন, বিষয়টির জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ দায়ী। এক শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চুঁচুড়া বাণী মন্দির স্কুলে সম্প্রতি মিড-ডে মিলে নুন-ভাত খেতে দেওয়া হয়। যার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

দুর্নীতিকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কংগ্রেস, চিদম্বরম প্রসঙ্গে জাভরেকর

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.) : দেশকে লুট করাই কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ফলে আইন এখন তাদের ধরছে। বৃহস্পতিবার চিদম্বরমের গ্রেফতারি কংগ্রেসের প্রতিহিংসার দাবিকে নস্যাৎ করে এমনই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

এদিন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, নির্লজ্জ ভাবে ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চালিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। দল হিসেবে কংগ্রেস চিদম্বরমের পাশে থাকবে। পাশাপাশি সুরজেওয়ালার বিশ্বাস দেশের বিচারব্যবস্থায় ন্যায্য বিচার পাবেন দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কংগ্রেসের এমন দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, সিবিআই ও অন্যকোনও তদন্তকারী সংস্থার কাজে হস্তক্ষেপ করে না বিজেপি। আইন তার নিজের পথে চলবে। কিন্তু এখন কংগ্রেস দুর্নীতিকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দুর্নীতিকে সমর্থন এখন জন সমক্ষে চলে এসেছে। এটি বড় ধরণের দুর্নীতি মামলা। প্রতিটি কেলেঙ্কারি থেকে সত্য সামনে চলে আসছে।

২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন দুর্নীতি হয়েছে কংগ্রেস আমলে। দুর্নীতি ও কংগ্রেসের রাজত্বকাল সমার্থক শব্দ।

উল্লেখ করা যেতে পারে চিদম্বরমের গ্রেফতারির নিন্দায় সরব হয়েছে কংগ্রেস। দল হিসেবে চিদম্বরমের পাশে থাকার অঙ্গীকার কংগ্রেস নেতৃত্বের।

রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের কাশ্মীরে ঢুকতে দেওয়া হোক, দাবি আজাদের

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.) : দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের জম্মু ও কাশ্মীরে ঢুকতে দেওয়া হোক। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লির জন্তরমন্তরে জম্মু ও কাশ্মীরে রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির দাবিতে ডিএমকের আয়োজিত সর্বদলীয় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ গুলাম নবি আজাদ।

এদিন গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, বর্তমানে কাশ্মীর কি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে সবকটি রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিনিধিদের জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত। সেখানকার রাজ্যপাল কাশ্মীর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য রাহুল গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আমন্ত্রণে সম্মত হওয়ার পরই, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সরকার কাছে দাবি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের বর্তমান পরিস্থিতি দেখার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হোক। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রসঙ্গ তুলে ধরে গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী একজন প্রকৃত ভদ্রলোক ছিলেন। এর পাশাপাশি দক্ষ প্রশাসক এবং সাংসদ ছিলেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না। কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে গুলাম নবি আজাদ দাবি করেছেন, বর্তমান প্রশাসন ভারতীয় সংবিধানকে পরিহাসে পরিণত করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরে যা হয়েছে তা অসাংবিধানিক। এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা কার্তি চিদম্বরম, গুলাম নবি আজাদ, সিপিআই(এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি, সমাজবাদী পার্টি নেতা রাম গোপাল যাদব, আরজেডির মনোজ ঝা, ডিএমকে এম কে স্ট্যালিনও উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ সফরে গিয়ে চুরি ! চিনের সমন অসমের শিক্ষাবিদ দলের জনৈক সদস্যকে

গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট (হি.স.) : বিদেশ সফরে গিয়ে চুরির অপবাদে অসমকে কলঙ্কিত করেছেন কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। ইতিমধ্যে ওই দেশ ভারত সরকারের মাধ্যমে সফরকারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের দলকে সমন পাঠিয়ে কৈফিয়ত চেয়েছে, খবর সূত্রের।

জানা গেছে, গত জুনে অসম থেকে শিক্ষাবিদের এক দল প্রতিবেশী চিন সফরে গিয়েছিল। ওই দলে ছিলেন ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় রঞ্জিত তামুলি, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান ড় দয়ানন্দ বড়গোঁহাই, উত্তর লখিমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ড় বিমানচন্দ্র চেতিয়া, তিনসুকিয়া কলেজের অধ্যক্ষ রাণা সাংমাই, তিনসুকিয়া কমার্স কলেজের চৈতন্য বরা, লখিমপুর কলেজের সংগীতা বরঠাকুর তামুলি এবং মার্ঘেরিটা কলেজের বুধিন গগৈ। সফরকালে প্রতিবেশী দেশের যে জায়গায় তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখান থেকে দলের কেউ একজন কোনও সামগ্রী চুরি করেছেন বলে অভিযোগ চিনের। প্রসঙ্গত, শিক্ষাবিদের এই দল রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়াই চীন সফরে গিয়েছিল।

এই চুরি সম্পর্কে চিন সরকার কর্তৃক প্রেরিত সমন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাত ধরে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে চুরিকার্যের ব্যাপারে কেউ স্বীকার করছেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে প্রেরিত এই সমন ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের কাছেও এসেছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, অসমের শিক্ষাবিদের দলটি চীন থেকে কী চুরি করেছে, সে ব্যাপারেও কিছুই জানা যায়নি। এদিকে চুরির অভিযোগ তুলে চিন প্রেরিতে সমনের খবরে উজান অসমের ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি গোটা রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলছেন, যে সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দেশের বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক দৃঢ় করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, সে সময় শিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত একাংশ বিদেশ সফরে গিয়ে যদি সত্যিই চুরিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হন, তা হলে তা নিন্দনীয়।

ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ করল এক মাওবাদী

নারায়ণপুর(ছত্তিশগড়), ২২ আগস্ট (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল এক মাওবাদী। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীর নাম মেহতার কোররাম। কুখ্যাত এই মাওবাদীর মাথার দাম প্রশাসন আগেই পাঁচ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার নারায়ণপুরে বিএসএফের ১৯৩ নম্বর ব্যাটিলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে। নিজের সঙ্গে থাকা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র বিএসএফের হাতে তুলে দেয় মেহতার কোররাম। প্রশাসনের তরফে যে পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে আকৃষ্ট হয়েই বহু মাওবাদী সমাজ জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে বাস্তার জেলার জগদলপুরে সিআরপিএফের ৮০ নম্বর ব্যাটিলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল দুই মাওবাদী। আত্মসমর্পণকারী ওই দুই মাওবাদীকে সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্বাসনের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সহ দশ হাজার টাকা করেও দেওয়া হয়েছিল।

জাগুয়ারকাণ্ডে আরসালান ও মহম্মদ হামজার জামিন, রাঘিবের পুলিশ হেফাজত

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স): শেক্সপিয়র সরণি দুর্ঘটনা কাণ্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন আরসালান পারভেজ ও তার মামা মহম্মদ হামজা। তবে আরসালানকে পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে তার পাসপোর্ট। তদন্তকারী অফিসারদের কাছে সপ্তাহে একবার করে হাজিরাও দিতে হবে তাকে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্টেট দীপাঞ্জন সেন। মূল অভিযুক্ত গাড়ির চালক রাঘিবের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাঁদের তিনজনকেই হাজির করে পুলিশ। সেখানেই এই নির্দেশ দেন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্টেট দীপাঞ্জন সেন।

পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে আরসালান আর হামজাকে জামিন দেন বিচারক। অন্যদিকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাঘিবের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ৫৫ মিনিটে তাঁদের ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নিয়ে যায় পুলিশ। আরসালানকে এজলাসে নিয়ে গেলেও হামজা এবং রাঘিবকে কোর্ট লক আপে রাখা হয়। কিন্তু পুলিশের গাড়ি থেকে বার করে কোর্ট লক আপে নিয়ে যাওয়ার সময় আদালত চত্বরে আগে থেকেই উপস্থিত সংস্থার কর্মী এবং আত্মীয়েরা চিৎকার করে বলেন, 'রাঘিব ভাই শের হ্যায়'। এবার পারভেজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করতে চলেছে পুলিশ। তদন্তে অসহযোগিতা, পুলিশকে ভুল পথে চালিত করা, মূল অভিযুক্তকে আশ্রয় দিয়ে, তাকে আড়াল করা ও পালাতে সাহায্য করা এমনকী মিথ্যে তথ্য দেওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনতে চলেছে পুলিশ। ঘটনায় ধৃত আরসালানের দাদা রাঘেব পারভেজকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর প্রথমে আরসালান আত্মসমর্পণ করলেও পরে তদন্তে উঠে আসে অন্য তথ্য। এই ঘটনায় ধৃত আরসালান পারভেজ সেদিন দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাগুয়ার গাড়িটি চালাচ্ছিলেন না। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি গাড়িতেই ছিলেন না। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন তাঁর দাদা রাঘেব পারভেজ। বুধবার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান মুরলিধর শর্মা সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান।

জানা যায়, সে রাতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন আরসালানের দাদা রাঘিব। ঘটনায় যুক্ত হয়ে পড়ে তাঁদের মামা হামজার নামও। তাঁদের তিন জনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। ৪০ থেকে ৪৫টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে আসেন তদন্তকারী অফিসাররা। গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ২০ইঞ্চির ভাঙা কাঁচই কিনারা করল সেক্সপিয়ার সরনি থানার জাগুয়ার কাণ্ডের রহস্য। গাড়ির ইভেন্ট ডেটা রেকর্ডার ও ইনফোটেইনমেন্ট টেলিমেটিক্স-এর মাধ্যমে যে ফোন রেকর্ড পান তদন্তকারীরা সেখান থেকে আরসালানের দাদা রাঘিব পারভেজের কথা প্রথম জানা যায়। এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু চালক সিট বেল্ট বাঁধেননি তাই দুর্ঘটনার অভিঘাতে চালকের মাথা সজোরে ধাক্কা খায় উইন্ডস্ক্রিনের ভেতরের দিকে অংশে। সেখানে কিছুটা রক্তের দাগও মিলেছিল।

আর তা থেকেই তদন্তকারীদের অনুমান ছিল, চালকের কপালে বা মাথার সামনের অংশে সিলিকন বাইট বা আঘাত থাকবে। অথচ আরসালানের তেমন কোনও জখম দেখতে পাননি তদন্তকারীরা। রাঘিবের ক্ষেত্রে সেই সিলিকন বাইট-এর জখম পেয়েছেন। অন্যদিকে, আরসালান পারভেজ মত্ত বা নেশাগ্রস্ত ছিলেন কিনা, বার বার পরীক্ষা করেও তার সদুত্তর পাচ্ছিলেন না তদন্তকারীরা। বুধবার জাগুয়ার দুর্ঘটনার নয়া মোড় সামনে আসে। জানা যায়, আরসালান নয়, গাড়ি চালাচ্ছিলেন দাদা রাঘিব। বেনিয়াপুকুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। ঘটনার পর দুবাই পালিয়েছিলেন অভিযুক্ত।

শুক্রবার ২৩ আগস্ট জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটি, সিদ্ধান্ত অসম সরকারের

গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট (হি.স.) : সব বিতর্ক, বিভ্রান্তি কাটিয়ে আগামীকাল ২৩ আগস্ট রাজ্যে জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেছে অসম সরকার। জিএজি (এ) ১৩৯/২০১৫/১৯৯ (তারিখ ২২/০৮/২০১৯) নম্বরের সংশোধনী নির্দেশিকায় রাজ্যের সাধারণ প্রশাসনের কমিশনার-সচিব ড় এম অঙ্গমুথু বলেছেন, রাজ্যপালের আদেশে পূর্বঘোষিত ২৪ আগস্টের পরিবর্তে এবারের জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটির দিন ২৩ আগস্ট ধার্য করা হয়েছে।

মূলতে, এ-বছর শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী কোনদিন উদযাপন করা হবে তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল দ্বিমত। এক মহলের দাবি ২৩ আগস্ট শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, অন্যদিকে আরেক মহল দাবি করছিলেন ২৪ আগস্ট। সে অনুযায়ী দ্বিতীয় মহলের দাবির ভিত্তিতে আগামী ২৪ আগস্ট জন্মাষ্টমীর ছুটি বলে সরকারি ক্যালেন্ডারে উল্লেখ করা হয়েছিল। সরকারি ছুটি নিয়ে যখন বিতর্ক চলছিল, তখন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হন সংশ্লিষ্টরা।

তবে দ্বিমতের অবসান ঘটেনি যথার্থভাবে। পণ্ডিতবর্গ বলছিলেন, বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রোহিণী নক্ষত্রে। সে অনুসারে এবার অষ্টমী তিথি ২৩ আগস্ট পড়লেও রোহিণী নক্ষত্র পড়েছে ২৪ আগস্ট। অর্থাৎ, অষ্টমী এবং রোহিণী নক্ষত্রের সংযোগ না থাকায় কোন দিন জন্মাষ্টমী পালন করা যথার্থ তা নিয়ে পণ্ডিতরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন তাঁরা।

এদিকে জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় সমস্যা। প্রথমে অসমে সরকারি তালিকায় জন্মাষ্টমীর ছুটি ২৪ আগস্ট ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু পণ্ডিতদের যুক্তি অনুযায়ী জন্মাষ্টমীর ব্রতের দিন যেহেতু ২৩ আগস্ট রাখা হয়েছে, সেজন্য সরকারি ছুটিও এদিন (২৩ আগস্ট) ঘোষণা করা হোক, দাবি তুলেছিল অসম সচিবালয় পরিষেবা সংস্থা।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটির দিন ২৩ আগস্টে এগিয়ে নিয়ে আসা হলেও অসম সরকার আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ছয়ের পাতায়

গাজিয়াবাদে মৃত পাঁচ সাফাই কর্মীকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথের

গাজিয়াবাদ, ২২ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে নর্দমা পরিষ্কার করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন পাঁচজন সাফাই কর্মীঊ গাজিয়াবাদের নন্দগ্রাম এলাকার ঘটনাঊ বৃহস্পতিবার মৃত সাফাই কর্মীদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার নন্দগ্রাম এলাকায় নর্দমা পরিষ্কার করছিলেন বেশ কয়েকজন সাফাই কর্মী, আচমকাই বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন সাফাই কর্মীরাঊ তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো যায়নিঊ পাঁচজন সাফাই কর্মীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ এদিন মৃত সাফাই কর্মীদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

উত্তরপ্রদেশে ছোট ভাইয়ের বৌকে খুন করে আত্মঘাতী ভাসুর

ভাদোহি(উত্তরপ্রদেশ), ২২ আগস্ট (হি.স.) : ছোট ভাইয়ের বৌকে খুন করে আত্মঘাতী ভাসুর। বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ভাদোহির জ্ঞানপুর এলাকায়।

এদিন সকালে বাড়ি থেকে ৩০০ মিটার দূরে বছর ৪৫-এর সুভাষ চাঁদ নামে এক ব্যক্তি ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়িতে এই খবর দিতে গেলে গ্রামবাসীরা দেখতে পায় যে বাড়ি ভেতরে সুভাষ চাঁদের ছোট বৌয়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহ দুইটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেল চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ দুইটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান ছোট ভাইয়ের বৌয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল সুভাষের। তার জেরে ছোট ভাইয়ের বৌকে খুন করে আত্মঘাতী হয় সুভাষ। ঘটনাস্থল থেকে একটি ধারালো অস্ত্র বাজেয়াপ্তও করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সখী প্রকল্পের উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। ছবি- নিজস্ব।

ধর্মনগরে গৃহবধূ খুনের মামলায় ধৃতদের আদালাত সোপর্দ করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। বুধবার বিধবা মহিলা অমিতা নাথের খুনের অভিযুক্ত ভাসুরপ্রদীপ নাথ এবং ভাসুরের ছেলে সুপ্রিয় নাথকে ধর্মনগর পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। নিরাপত্তার জন্য প্রদীপ নাথের স্ত্রী সম্পা নাথ ও ছোট ছেলেকেও থানায় নিয়ে যায় পুলিশই। পরবর্তী সময় পুলিশ অন্যদের ছেড়ে মৃতার জা অর্থাৎ সম্পাকেও গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মহিলা থানায় ২৬/১৯ নম্বরে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়। অভিযোগকারিনী হচ্ছে মৃতার বড় বোন শিবানী নাথ।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ নম্বর ধারায় একটি গ্রহণ করে কোর্টে পাঠানো হয়েছে। এদিকে একটা বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সম্পত্তির কারণেই এই খুন। মৃতার স্বামী পাপন মারা যাওয়ার পর সম্পূর্ণ গ্রাস করার জন্য একটা প্রবল ইচ্ছার ফলস্বরূপই এই খুন। পুলিশ তদন্তের সাথে অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও মুখ খুলতে এখনই নারাজ।

জানা গেছে, ঘটনার দিন নাকি গভীর রাতে প্রচন্ড মদমত্ত অবস্থায় সুপ্রিয় তার কাকি অমিতার ঘরে যায়, তখন ছোট্ট প্রান্তিকা ঘুমে মগ্ন ছিল। সুপ্রিয় মদমত্ত অবস্থায় তার কাকিকে দুর্নামের ভাগিদার বলতেই তর্কাতর্কি শুরু হয়। তাকে মদমত্ত অবস্থঅয় থাকায় ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলে। শুরু হয় ধাক্কাধাকি। অবস্থার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ সে এমনভাবে আঘাত করে যে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আপাতত মৃতদেহ বাড়ির মধ্যই একটা জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়। সকালে মৃতদেহ ফেলতে গিয়ে ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়াদের চোখে ধরা পড়ে। তবে পুলিশ বিস্তারিত কিছুই বলেনি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

তিনের পাতার পর

সঙ্গে বসবাস নিশ্চিতসহ কয়েকটি শর্ত দিয়েছে।তারা বলছে, মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর আগে তাদের নাগরিকত্ব, জমি-জমা ও ভিটেমাটির দখল, নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং তিপূরণ দিতে হবে। এদিকে আর বাংলাদেশও বলছে, জোর করে কোনো শরণার্থীকে ফেরত পাঠানো হবে না।

সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রোহিঙ্গাদের দ্রুত নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার পাশাপাশি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করা এনজিওদের কার্যক্রম তদারকির সুপারিশ করা হয়।রোহিঙ্গারা যাতে নিজ দেশে ফেরার বিষয়ে উৎসাহী হয় সেজন্য সরেজমিন পরিস্থিতি দেখতে রোহিঙ্গাদের একটি প্রতিনিধি দলকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে বলেছে সংসদীয় কমিটি।

ফারুক খান বলেন,মিয়ানমারেও জাতিসংঘের অফিস আছে। তারাও সেখানে কাজ করুক।রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ কোনো বার্গেইনিং এজেন্ট না। মানবিক কারণে তাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি। তারা যাতে দেশে ফিরতে ভরসা পায়, সেজন্য তাদের প্রতিনিধি দলকে মিয়ানমার ঘুরিয়ে আনতে বলেছি।

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের জন্য একটি 'সেইফ জোন' সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদীয় কমিটির সদস্যদের সংশ্লিষ্ট দেশ সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম সফরের ব্যবস্থা করতেও সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি।

ফারুক খানের সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটির সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এ মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, নুরুল ইসলাম নাহিদ, গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স, আব্দুল মজিদ খান, কাজী নাবিল আহমেদ ও নিজাম উদ্দিন জলিল (জন) অংশ নেন।

পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক, মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব খোরশেদ আলমসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাম আমলে

● প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। রাজ্যের স্বার্থে তাতে কোনও আপত্তি নেই । ফলে, আমিও তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে এসেছি, বলেন তিনি । বাদলবাবুর কথায়, ভিজিলেন্সের যে কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি প্রস্তুত । তাদের তদন্তে সব রকমের সহযোগিতা করারও আশ্বাস দিয়েছি । কিন্তু, সংশ্লিষ্ট কাজের সমস্ত তথ্য প্রদান করা হলে তবেই তাঁদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব হবে, ভিজিলেন্সের ডিএসপি এ-কথাই তিনি জানিয়েছেন।

তবে, এভাবে ভিজিলেন্সের খড়গ ঝোলানোর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন বাদল চৌধুরী । তাঁর কথায়, বাম আমলে পূর্ত দফতরে ৮০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, এই গল্প কোথা থেকে এসেছে সে-বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন তিনি । কারণ, ভিজিলেন্সও নির্দিষ্ট করে টাকার পরিমাণ তুলে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি । তিনি বলেন, দুর্নীতির অভিযোগে সাক্ষী কিংবা আসামী হিসেবে নয়, শুধু তথ্য জানার জন্যই ভিজিলেন্স তাঁকে ডেকেছে । কিন্তু, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে তিনি মনে করেন । কটাক্ষের সুরে বাদল বলেন, গতকাল দেওয়াল টপকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে সিবিআই গ্রেফতর করেছে । ফলে, বিরোধীদের উপর হয়তো চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই বার বার জিজ্ঞাসাবাদে ডাকা হচ্ছে ।

তাঁর অভিযোগ, বামফ্রন্ট আমলে প্রচুর কাজ হয়েছে। বহুতল ভবন, সেতু, পাকা রাস্তা সবই করেছে বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু, এখন বহু পাকা রাস্তা সংস্কারের অভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে সত্যিই কি সংস্কারের অভাবে পাকা রাস্তার বেহাল অবস্থা, নাকি নিম্নমানের কাজের ফলে এই দশা, ভিজিলেন্স সেই তদন্তই শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর। কারণ, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বিভিন্ন রাস্তার হাল দেখে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সূত্রের দাবি, শুধু পাকা রাস্তা নয়, প্রচুর বহুতল ভবনের নির্মাণকাজে অনিয়ম হয়েছে, সে-সব অভিযোগের তদন্ত চলছে। তাই, তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ভিজিলেন্স ।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

আটের পাতার পর

নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং অতিসত্বর শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর ১৮১ চালু করার দিশাতেও কাজ হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যকে মডেল স্টেট এবং নেশামুক্ত রাজ্য গঠন করতে চাইছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকলস্তরে মানুষকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস বলেন, সামাজিক সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে ওঠা উচিত। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ডা দিলীপ দাস বলেন, আমাদের সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্যাতিতাদেরই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আত্মীয় পরিজনরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নির্যাতিতার সঠিক ন্যায়ের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন অস্মিতা বণিক, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা গুঞ্জা সনোরার, জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক সুদীপ দেববর্মা প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য, ওয়ান স্টপ সেন্টার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। পাঁচ শয্যা বিশিষ্ট এই সেন্টারের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নির্যাতিতা মহিলারাই সাহায্য পাবেন।

অসম সরকারের

পাচের পাতার পর

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।

পঞ্জিকা এবং পণ্ডিতদের বিধান নিয়ে অসম সচিবলয় পরিষেবা সংস্থা খোদ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের দ্বারস্থ হয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করে। অবশেষে আগামীকাল ছুটির দিন ঘোষণা করায় সন্তোষ ব্যক্ত করে এবং এ ব্যাপারে যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে অসম সচিবলয় পরিষেবা সংস্থা। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পার্থ হাজরিকা এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে তাঁদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।

হাসানুল হক ইনু

তিনের পাতার পর

করেছে, তাতে টেকসই উন্নয়নের ল্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। েএত্র যারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে গাফিলতি দেখিয়ে দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সোচ্চার হবো।এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম স্বপনসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

আইজিপি'র নির্দেশ

তিনের পাতার পর

ড় মো. মইনুর রহমান চৌধুরী, ডিএমপি কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া, শিল্পাঞ্চল পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি আবদুস সালাম, এসবি প্রধান মীর শহীদুল ইসলাম, সিআইডি প্রধান মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত আইজিপি (এইচআরএম) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ ঢাকাস্থ পুলিশের সকল ইউনিটের প্রধানগণ ও ঊর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন

তিনের পাতার পর

মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট রাখাইন ছেড়ে বাংলাদেশে আসতে থাকে রোহিঙ্গারা; এই সংখ্যা কিছু দিনের মধ্যে সাত লাখ ছাড়ায়। আগে থেকে বাংলাদেশে অবস্থান করছিল আরও চার লাখ রোহিঙ্গা।তাদের কক্সবাজারের কয়েকটি কেন্দ্রে আশ্রয় দিয়ে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় জরুরি মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ সরকার।

আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে ২০১৭ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করলেও নানা কারণে প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গতবছর ১৫ নভেম্বর প্রত্যাবাসন শুরুর তারিখ ঠিক হলেও নতুন করে নিপীড়নের মধ্যে পড়ার আশঙ্কা থেকে রোহিঙ্গারা ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়।এরপর দুই সরকারের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পাঠানো তালিকা থেকে ৩ হাজার ৪৫০ জনকে রাখাইনের অধিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের ফেরত নিতে রাজি হওয়ার কথা জানায় মিয়ানমার।

প্রত্যাবাসনের তারিখ ঠিক হওয়ার পর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে তালিকায় থাকা শরণার্থীদের কক্সবাজারের ২৪, ২৬ ও ২৭ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রেখে টেকনাফের শালবাগান এলাকার ২৬ নম্বর ক্যাম্পে শুরু হয় সাাৎকার।ইউএনএইচসিআর ও বাংলাদেশ যৌথভাবে এই রোহিঙ্গাদের কাছে জানতে চায়, তারা ফিরতে ইচ্ছুক কি না?পুরো বিষয়টি পর্যবেণ করার জন্য মিয়ানমারের দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা ও চীনা দূতাবাসের দুইজন কর্মকর্তা কক্সবাজারে রয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও আছেন তাদের সঙ্গে।

কেউ রাখাইনে ফিরে যেতে রাজি হলে তাদের সীমান্তে পৌঁছে দিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পাঁচটি বাস ও দুটি ট্রাক প্রস্তুত রাখা হয় টেকনাফের শালবন ক্যাম্পে। প্রস্তুতি নেওয়া হয় ঘুমধুম ট্রানজিট পয়েন্টেও।টেকনাফের কেরণতলী থেকে উখিয়া হয়ে নাইাংছড়ি ঘুমধুম এলাকা পর্যন্ত নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয় স্থানীয় প্রশাসন। পুলিশ, র্যা বসহ আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়।কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকাল পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে রাজি না হওয়ায় সব চেষ্টাই বৃথা যায়।

রাখাইনের মংডু থেকে এসে কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়ে থাকা মোহাম্মদ ইসলাম তার সাাৎকারের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন,আমার কাছে জানতে চাইছে, 'যাবা, না যাবা না বলো'; আমি বলেছি নাগরিকত্ব দেওয়ার আগে কোনোভাবে যাব না। আমাদের ভিটেমাটির অধিকার দিতে হবে, যে তি করছে তার তিপূরণ দিতে হবে, নিরাপত্তা দিতে হবে।মিয়ানমারে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার থাকা রোহিঙ্গাদের মুক্তি দেওয়ার দাবিও রয়েছে নিপীড়নের শিকার এই শরণার্থীদের মধ্যে।

সেকেরকোট

● প্রথম পাতার পর

থানায় মামলা দায়ের করেন। দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২/৩০৬ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। সুব্রতবাবু আরও বলেন, ওই ঘটনার পর থেকে সঞ্জীব দাস এবং তার ভাই রতন পলাতক ছিলেন। কিন্তু মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দিয়ে রতন দাসের হদিশ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, রতন দাস দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পিআরবাড়ি থানাধীন ডিমাতলিতে কাকার বাড়িতে লুকিয়েছিলেন। গতকাল গভীর রাতে তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে, পালাতে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগার কারণে আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসা করেছে সঞ্জীব দাস। আজ সকালে মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দেখে আইজিএম হাসপাতাল চত্বর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আমতলি থানার ওসির কথায়, ওই খুনের ঘটনাটি কোনওভাবেই রাজনৈতিক নয়। তাদের মধ্যে ঝামেলার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে। তিনি জানান, প্রয়াত নকুল দাসের স্ত্রী নিরূপা রায় ২০১৮ সালের ১৪ জানুয়ারি মাসে সঞ্জীব দাসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা করেছিলেন। ওই মামলা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। এ-মাসে ওই মামলার চার্জশিট আদালতে জামা দিয়েছে পুলিশ। তিনি বলেন, ওই মামলার কারণেই নকুল দাসের পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছিলেন দুই ভাই মিলে। তিনি জানান, তাদের আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করা হবে।

সুধারামে

● প্রথম পাতার পর

গাড়ি চালক। গত প্রায় একমাস আগে বড়জলা মধ্য পঞ্চায়েত পাড়ায় ঘরভাড়া করে তারা দু'জনে দাম্পত্য জীবন কাটাতে শুরু করে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে সুপ্রিয়ার কোন কথাবার্তা না শুনে সন্দেহ হয় বাড়ির মালিকের। তখনই মালকিনি খোঁজ করেন। সুপ্রিয়ার স্বামী মনীষ তখন জানায় সে ঘুম থেকে উঠছে না। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। যে ভাড়া বাড়ি ঠিক করে দিয়েছিল তার কাছে ফোন করার পর সাড়া না পেয়ে মনীষ ওই বাড়ির উদ্দেশ্যে যায়। সেখান থেকে আর ফিরে আসেনি। তখনই খবর দেওয়া হয় সুপ্রিয়ার বাপের বাড়িতে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষজনও ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় থানায়। মহিলা থানার পুলিশ এসে ভাড়া বাড়ির ঘর থেকে সুপ্রিয়ার নিথর দেহ উদ্ধার করে। গায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করলেও অভিযুক্তকে আটক করতে পারেনি। সে পালিয়ে গেছে।

ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সুপ্রিয়ার মা জানান, প্রায় দুইবছর আগে সুপ্রিয়া সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়েছিল। তার একটি একবছরের কন্যা সন্তান রয়েছে। মনীষ রুদ্রপাল সুপ্রিয়ার শ্বশুরবাড়িতে আসা-যাওয়া করত, সেই সুবাদে সুপ্রিয়ার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। এমনকি স্বামী ও একবছরের শিশু কন্যাকে ফেলে স্বামীর গৃহ ছেড়ে মনীষের হাত ধরে পালিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে সুপ্রিয়া। এরপর প্রায় একবছর সুপ্রিয়া তার দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়িতেই দাম্পত্য জীবন কাটায়। প্রায় একমাস আগে বড়জলার মধ্য পঞ্চায়েত পাড়ায় ভাড়া বাড়িতে আসে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে তার কাছে খবর যায় সুপ্রিয়ার নাকি মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ভাড়া বাড়িতে এসে তিনি তার মেয়ের মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতার মা অভিযোগ করেছেন তার দ্বিতীয়বারের স্বামী মনীষ রুদ্রপাল তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে। মহিলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি হত্যা সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

আসামী

● প্রথম পাতার পর

সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

তিনি আরও জানান পলাতক অভিযুক্ত বদরুল হককে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে পুলিশ তল্লাসি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রক্ষা একসাথে চলতে পারে না। আমাদের সেই ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। গতানুগতিক উন্নয়নের ভাবধারা থেকে বেরিয়ে পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সরকার কর্ত'ক গৃহীত সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে পরিবেশের প্রতি সজাগ দ'ষ্টি রেখে রূপান্তরিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জলই জীবন। আমরা এতদিন শুধুমাত্র জল বন্টনের উপর জোর দিয়েছি। কিন্তু এখন পরিবর্তিত জলবায়ুতে সর্বাগ্রে জল সংরক্ষণ করতে হবে। এই কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জলশক্তি মন্ত্রণালয় স্থাপন করেছেন। তিনি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময়ে সময়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করার জন্য দপ্তরকে আহ্বান জানান।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু বলেন, যদি আমরা পরিবেশ রক্ষায় সচেতন না হই আগামীতে পরিবেশ আমাদের শিক্ষা দেবে। পরিবেশ নিজে নিজেকে পরিচালন করতে সক্ষম নয়। তাই মানবজাতিকে এই ক্ষেত্রে আরও সচেতন হতে হবে। সম্পতি কেরালায় হওয়া বন্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সেখানে প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক ভেসে উঠেছে। আমরা পরিবেশকে যা দিই তা পরিবেশ আবার ফিরিয়ে দেয়। এটাই তার প্রক'ষ্ট প্রমাণ।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অব ব্যাঙ্গালুরুর পরিবেশ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এন এইচ রবীন্দ্রনাথ বলেন, বর্তমানে জলবায়ু অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বব্যাপী গরম বেড়েছে। ইউরোপের মতো মহাদেশও প্রচণ্ড গরমে ব্যতিব্যস্ত। দেশের কিছু কিছু জায়গায় তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন সারা প'থিবীর মানুষের ক্ষতিসাধন করছে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। স্বাগত ভাষণ রাখেন বি'ান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিশেষ সচিব শৈলেন্দ্র সিং।

শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা

আটের পাতার পর

মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যদের। এরই মধ্যে বিপ্লব অন্য মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনার কথা জানতে পেরে প্রতিবাদ করে জবা। আর সেই প্রতিবাদ করার কারণেই তার উপর অত্যাচারের মাত্রা কয়েকগুন বেড়ে যায়। বুধবার জবাকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন মৃতার মা কবিতা মণ্ডল। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

বাধা ও গ্রেফতার

আটের পাতার পর

সিংকে বাইকযাত্রার দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজেপি-র তরফে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই অভিযোগ করা হয়েছে।

সূত্রের খবর এ ছাড়াও, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বপ্নপূরণ যাত্রা এবং 'এক দেশ এক আইন'-এর সমর্থনে মালদহ জেলা বিজেপির মোটরবাইক মিছিলকে আটকায় পুলিশ। শহর জুড়ে কয়েকশ মোটরবাইক মিছিল বার করে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। উত্তর মালদহের সাংসদ খগেণ মুর্মু, সহ জেলা বিজেপির সভাপতি গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডল ও কর্মী সমর্থকেরা এই মিছিলে অংশ নেন। পুলিশের দাবি, এমন মিছিলের অনুমতি নেওয়া হয়নি এবং অনুমতি উপেক্ষা করে রাস্তায় নামে বিজেপি। পুলিশ রাস্তায় পথ আটকায় মিছিলের। ফলে পুলিশের সাথে তর্কাতর্কি হয় জেলা বিজেপি নেতাদের। আজকের এই অভিযানস্থান হিসাবে বিজেপি দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের লর্ডসের মোড়, টালিগঞ্জ থানা, টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো, বিজয়গড় এবং শিবপুর বেলেপোল থেকে বেলুড় প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগকারিণীর সম্মতিতেই সহবাস হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই প্রতিশ্রুতি প্রদানের কোনও প্রমাণ অভিযোগকারিণী দিতে পারেননি। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ গণ্য করে সুপ্রিম কোর্ট।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে জানতে পারেন যে দেওছলা ওয়ার্ড নাম্বার ১ সংলগ্ন ১১০ নম্বরে রেল বৃষ্টিতে উনার স্ত্রীর মৃতদেহ পড়ে আছে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন সহ পাড়া-প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ততক্ষণে পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে পানিসাগর হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

ফের যান

● প্রথম পাতার পর

সড়কে প্রচণ্ড গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টিআর ০১ বিজি ১৬৬৩ নম্বরের গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। ওই গাড়িটি জাতীয় সড়কের পাশে বাঁশের তৈরি একটি ঘরের সাথে ধাক্কা লেগে অন্তত ২০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে। তাতে, গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় জনগণ ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। এরই মধ্যে খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থেকে দমকল কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যান।

পুলিশের বক্তব্য, প্রথমে তাঁদের বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তিনজনকেই অন্যত্র স্থানান্তর করেন। তাঁদের মধ্যে দেবব্রত দাস এবং আকাশ সাহাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং লিটন সাহাকে হাপানিয়াস্থিত টিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, রাতেই দেবব্রত দাস মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, আকাশ সাহাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আজ উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। এদিকে, লিটন সাহার অবস্থা স্বাভাবিক দেখে চিকিৎসকরা আজ তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়েছেন।

ময়না তদন্তের পর এদিন দুপুরে দেবব্রত দাসের মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছতেই তার বাবা, মা ও পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রতিবেশীরাও শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মৃতের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, তারা তিনজনের সকলে গাড়ি চালাতে জানতেন না। ফলে, ওই দুর্ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছেন তারা। পুলিশের কাছে ওই দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মৃতের বাবা-মা।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, রাষ্ট্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র মূলত সংক্রমণজনিত জটিল রোগ নির্ণয় করার জন্য কাজ করে।

এদিন তিনি আরো জানান, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের ইউ পি এস সি পরীক্ষার্থী যারা আই এ এস, আই পি এস, আই এফ এস, আই আর এস ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য রাজ্যের বাইরে কোচিং নেবেন তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর 'লক্ষ্য' নামে যে বিশেষ স্কলারশিপ চালু করেছে তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ১০ লক্ষ টাকার চেয়ে কম সেই সব পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই এই সুযোগ পাবেন। তিনি জানান, যে সকল পরীক্ষার্থীরা প্রিলিমিনারি পর্যায়ে সফল হয়ে মেইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবেন তাদেরকে ১ লক্ষ টাকা স্কলারশিপ দেওয়া হবে। মেইন পরীক্ষায় সফল হয়ে যারা মৌখিক পরীক্ষা দেবে তাদের দিল্লীতে থাকা খাওয়ার জন্য ২০ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। এই সুযোগ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ২ বার পাবে। এই বছর রাজ্য থেকে ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ইউ পি এস সি প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

এছাড়াও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধিকর্তা, যুগ্ম অধিকর্তা, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহকারি অধ্যাপক সহ মোট ১২৮ জনকে সপ্তম ইউ জি সি স্কেল প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের ১ অক্টোবর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে। এর ফলে রাজ্য সরকারের বছরে অতিরিক্ত ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ওই গাড়িটি বিশালগড় থেকে করিমগঞ্জের (অসম) উদ্দেশে যাচ্ছিল।

চিদম্বরম

● প্রথম পাতার পর

চিদাম্বরমকে হেফাজতে নিলে তদন্তে কতটা সুবিধা হতে পারে এ নিয়ে বলতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় উল্লেখ করেন তুষার মেহতা। হেফাজতে নিলে তদন্ত আরও সহজ হয় বলে ওই রায়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল। এর পর বিচারকের কাছে তদন্তের সমস্ত নথি পেশ করেন তিনি।

সলিসিটির জেনারেলের সওয়ালে চিদাম্বরমের আইনজীবী কপিল সিব্বল জবাব দেন, এই মামলায় অভিযুক্ত সবাই এখন জামিনে রয়েছে। মূল অভিযুক্ত কার্তি চিদাম্বরম, আইএনএক্সের কর্ণধার পিটার ও ইন্দ্রাণী মুখার্জিও জামিনে রয়েছেন বলে জানান কপিল সিব্বল। চিদাম্বরমের ক্ষেত্রে গ্রেফতারের কী প্রয়োজন প্রশ্ন তোলেন তিনি। কপিল আরও জানান, আইএনএক্স মিডিয়াকে বিদেশি বিনিয়োগ পাইয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র চিদাম্বরমের একার ছিল না। ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি ওই বোর্ডের প্রধান হলেও আরও ৬ সচিবের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তাঁদের গ্রেফতার করা হয়নি বলে জানান কপিল সিব্বল। সিব্বল আরও বলেন, চিদাম্বরমকে গতকাল থেকে গ্রেফতার করা হলেও বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ নাগাদ প্রশ্ন করা হয়। তাঁকে ১২টি প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৬টি প্রশ্ন এর আগে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করা হয়।

এরপর চিদাম্বরমের দ্বিতীয় আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি ওঠেন সওয়াল করতে। তাঁর প্রশ্ন, এই মামলায় অভিযুক্ত ইন্দ্রাণী মুখার্জির বয়ানের ভিত্তিতে কীভাবে তাঁর মক্কেলকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে চিদাম্বরম চুপ থেকেছেন তুষার মেহতা যে অভিযোগ করেন, সেই প্রসঙ্গে মনু সিঙ্ঘভি বলেন, তদন্তকারীদের পছন্দ মতো উত্তর না দিতে পারা মানে চুপ করা নয়। তাঁকে যদি ১০ বার সমন করেও না আসেন তাহলে চিদাম্বরম অসহযোগিতা করছেন বলা যেতে পারে। আইনজীবী মনু সিঙ্ঘভি বলেন, চিদাম্বরমের জামিন নাকচ হতে পারে ৩টি কারণে। অসহযোগিতা, প্রমাণ লোপাট এবং ফেরার হওয়া। চিদাম্বরমের ক্ষেত্রে কোনওটাই সাজে না বলে যুক্তি দেন মনু সিঙ্ঘভি। এরপর পি চিদাম্বরম নিজেই সওয়াল করেন। তিনি বলেন, তদন্তকারীরা যা জানতে চেয়েছেন, সব উত্তর দিয়েছি। চিদাম্বরমের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় তাঁর বিদেশে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে কিনা! তাঁর ছেলে কার্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে কিনা! এই দুটো প্রশ্নের উত্তরে না বলেছেন বলে জানান প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী।

প্রায় দেড় ঘণ্টার সওয়াল জবাব শেষে বিচারক সিবিআই-এর আর্জি মঞ্জুর করে। চিদম্বরমকে পাঁচদিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠান বিচারপতি অজয় কুমার উ তবে এই সময়ের মধ্যে আইনজীবী এবং পরিবারের লোকজন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। যদিও সারা দিনে সেই সময় পাবেন মাত্র ৩০ মিনিট। পাশাপাশি প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। জেরা করার সময় তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানহানি যেন না তদন্তকারীদের সে দিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দেন বিচারক।

অঙ্গন

ক্যারিবিয়ানে ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে চলেছে বিরাটবাহিনী

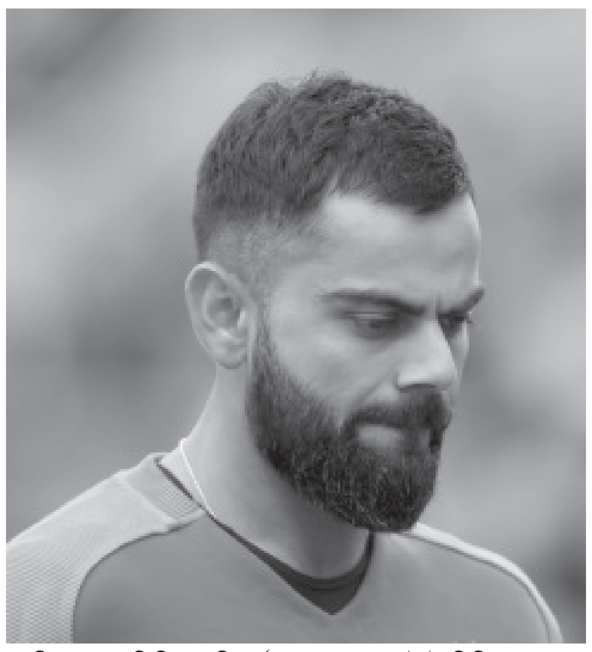

অ্যান্টিগা: স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে চলেছে কোহলি অ্যান্ড কোং। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবার নাম ও নম্বর লেখা জার্সিতে প্রথমবার মাঠে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই টেস্ট দিয়েই ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়শিপে নামছে ভারত।ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দু''ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে ফুরফুরে মেজাজে কোহলিরা। কারণ ইতিমধ্যেই তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত। পরে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজও ২-০ ব্যবধানে জিতেছে বিরাটবাহিনী। দলের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মাইলস্টোনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন কোহলি।প্রথম টেস্টে জিতলেই অধিনায়ক হিসেবে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সবচেয়ে বেশি টেস্ট জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করবেন অধিনায়ক কোহলি। পাশাপাশি একটি সেঞ্চুরি করলেই অধিনায়ক হিসেবে ১৯তম শতরানের মালিক হবেন বিরাট। আর এর ফলে অধিনায়ক হিসেবে রিকি পন্টিংয়ের সর্বাধিক সেঞ্চুরির রেকর্ড স্পর্শ করবেন কোহলি।প্রায় সাত মাস পর টেস্ট খেলতে নামছে ভারত। চলতি বছরের প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলেছে ভারত। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতে ইতিহাস গড়েছে টিম কোহলি। ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পর্কে বিরাট বলেন, ''লোকেরা বলে টেস্ট ক্রিকেট আর প্রাসঙ্গিক নয় অর্থাত মৃতপ্রায়। কিন্তু আমি মনে করি গত দু''বছরে টেস্ট ক্রিকেটে নতুন মোচড় এসেছে। খেলাটি আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে এবং সেই সঙ্গে টেস্ট খেলায় এটা নতুন উদ্দেশ্য যোগ হতে চলেছে। এটা ঠিক সময়ে ঠিক পদক্ষেপ।''তবে প্রাণবন্ত সবুজ পিচে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করতে চলেছে বিরাট অ্যান্ড কোং। অ্যান্টিগায় ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামের বাইশ গজে লড়াই ক্যারিবিয়ান পেস ব্যাটারির বিরুদ্ধে ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিংয়ের। ক্যারিবিয়ান পেস জুটি কিমার রোচ ও শ্যানন গ্যাব্রিয়েলের বিরুদ্ধে লড়াই বিরাট-পূজারাদের। পেস ও বাউন্সি পিচে চার বোলার খেলাতে পারে ভারতও। সেক্ষেত্রে একমাত্র স্পিনার হিসেবে দলে ঢোকার লড়াই রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও কুলদীপ যাদবের মধ্যে। তিন পেসারের মধ্যে খেলতে পারেন জসপ্রীত বুমরাহ, ইশান্ত শর্মা ও মহম্মদ শামি।এদিকে ময়াঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে এদিন ভারতীয় ইনিংসের সূচনা কে করতে পারেন কেএল রাহুল। তবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে লড়াকু ইনিংস খেলার পরে হনুমা বিহারীকে আরও একটা সুযোগ দিতে পারেন বিরাট। আর ক্যারিবিয়ান শিবিরের মধ্যে চোখ থাকবে রাকিম কর্নওয়ালের দিকে। যাঁকে বিশ্বক্রিকেটের নতুন ''দানব'' বলা হচ্ছে। বিশাল চেহারার এই ক্রিকেটার লোয়ার-মিডল অর্ডারে প্রয়োজনীয় ব্যাটিং করার পাশাপাশি চমতকার অফ-স্পিন করতে পারেন।

সচিনকে টপকে যাবেন বিরাট, বিশ্বাস করেন শেহবাগ

মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের ১০০টি আন্তর্জাতিক শতরানের রেকর্ড টপকে যাবেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এ কথা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেন দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটীয় লেজেন্ড বীরেন্দ্র শেহবাগ।ওয়ান ডে ক্রিকেটে ৪৯টি সেঞ্চুরি রয়েছে সচিন তেন্ডুলকরের। ৫০ ওভার ফর্ম্যাটে এই মুহূর্তে বিরাট কোহলির শতরানের সংখ্যা ৪৩। এক্ষেত্রে সচিনকে টপকাতে বিরাটের যে খুব বেশি সময় লাগবে না, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।অন্যদিকে টেস্টে ৫১টি আন্তর্জাতিক শতরান রয়েছে মাস্টার ব্লাস্টারের। এই ফর্ম্যাটে বিরাট কোহলিক সেঞ্চুরি সংখ্যা ২৫। অর্থাত টেস্টে প্রাক্তনীর সঙ্গে বিরাটের শতরানের পার্থক্য ২৬-র। যে ফর্মে আছেন, তাতে সচিনের টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ডও বিরাট টপকে যাবেন বলেই বিশ্বাস করেন বীরেন্দ্র শেহবাগ।প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনারের কথায়, রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য। বিরাট যেভাবে ব্যাট করছেন, তাতে পৃথিবীর কোনও ক্রিকেটীয় রেকর্ড আর সুরক্ষিত থাকবে না বলে মনে করেন শেহবাগ। বিরাট কোহলিই এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার বলেও মনে করেন বীরেন্দ্র শেহবাগ।

টোকিয়ো অলিম্পিক দেখতে চান? ৪৩ লাখ ফেললেই মিলবে টিকিট

মহানগর ওয়েবডেস্ক: আর মোটামুটি এক বছর পরেই জাপানের টোকিয়োতে বসতে চলেছে ''পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উতসব'' অলিম্পিকের আসর। সেই অলিম্পিক কি আপনি চাক্ষুষ করতে চান? তাহলে গ্যাঁট থেকে ''মাত্র'' ৪৩ লক্ষ বের করলেই মিলবে অলিম্পিকের টিকিট। তবে সেই টিকিট একেবারে যা-তা টিকিট নয়। এক্কেবারে ''ফার্স কেলাস'' ।কী মিলবে না সেই টিকিটে? অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে সমাপ্তি অনুষ্ঠান, সঙ্গে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের প্রতিটি ইভেন্টের লাক্সারি সিট আর দেদার খাবার। অবশ্য কম জনপ্রিয় ইভেন্টের এক সেশনের জন্য এক লক্ষ টাকারও (১৫০০ ডলার) টিকিট রয়েছে।প্রসঙ্গত, এই অলিম্পিক বেশ ''দামি'' ইভেন্ট হতে চলেছে। টিকিটের চাহিদা এখন থেকেই গগণচুম্বী। ফলে ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া ঊর্ধমুখী হোটেল ভাড়াও। লস অ্যাঞ্জেলেসের এক স্পোর্টস এজেন্ট, যিনি নিজে আগের সাত বারের অলিম্পিক দেখতে গিয়েছিলেন, এবার আশঙ্কা করছেন হয়তো তাঁর টোকিয়ো অলিম্পিক দেখা হবে না।টোকিয়ো অলিম্পিকের আয়োজকরা জানাচ্ছেন, এই রাজকীয় আয়োজনে মানুষ আরও ভালভাবে খেলা উপভোগ করতে পারবে। কী কী সুবিধা থাকবে এই বিশেষ ৪৩ লাখি টিকিটে?- উচ্চমানের শ্যাম্পেন, সাকে (জাপানি পানীয়) ও বিয়ার- বিশ্বখ্যাত শেফদের দ্বারা তৈরি ''গরমে'' ডাইনিং- যে কোনও কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত সহায়তা- ইভেন্ট হোস্ট এবং সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সাক্ষাতএত কিছু পাবেন ''মাত্র'' ৪৩ লক্ষ টাকায়। যাবেন নাকি অলিম্পিক দেখতে?

TOKYO 2020

NOTICE

(ADMISSON ADVERTISEMENT & COUNSELLING FOR DIPLOMA IN PHARMACY COURSES-ALLOPATHY, AYURVEDA & HOMEOPATHY)

In continuation of earlier advertisement even no. dated 03.07.19 (Allo) & 06.07.19(Ayur & Homeo), few seats are vacant as mentioned in the below. Hence, the applications are invited belonging to Schedule Caste (SC) and Schedule Tribe (ST) bonafide resident of Tripura for admission into 1st year Diploma in Pharmacy (Allopathy, Ayurveda & Homeopathy) courses at the Regional Institute of Pharmaceutical Science & Technology (RIPSAT), Abhoynagar, Agartala during the Academic session, 2019-20. The last date of submission of application is 27th August 2019. The date of counselling for admission will be held on 30th August, 2019 at 11.30AM at RIPSAT Exam. Hall. The seats are follows:

Sl No.	Course Name	Seats Vacant as on date		Qualification H.S.(+2) Stage	Age Bar As on 30.08.19
		SC	ST	Passed with Science	
1.	Diploma in Pharmacy (Allopathy)	–	02	PCB/PCM	18.25.
2.	Diploma in Pharmacy (Ayurveda)	01	01	PCB	18.30.
3.	Diploma in Pharmacy (Homeopathy)	01	02	PCB/PCM	18.30.

The last date for submission of application is 27th August, 2019 and Counselling date is 30th August, 2019 time 11.30AM & venue:- RIPSAT Exam. Hall. The applicants are requested to be attended physically in the counselling date alongwith relevant documents, failing which the candidature will be automatically cancelled.

ICA/D-761/19-20 **Principal RIPSAT, Agartala.**

মেসির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সমৃদ্ধ হয়েছেন, স্বীকার করলেন রোনাল্ডো

লিওনেল মেসির সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা স্বীকার করে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে সেই লড়াইতে তিনি সম্বৃদ্ধ হয়েছেন বলেও জানালেন পর্তুগিজ তারকা।গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দুই মহা তারকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবল বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছে। দুই ফুটবলারই পাঁচ বার করে ব্যালন ডি''অর জিতেছেন। লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার কোনও সুযোগই ছাড়েননি লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।যদিও সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কোনও দিনই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে দেখা যায়নি দুই মহা তারকাকে। এবার সেই মৌনতাই ভাঙলেন পর্তুগিজ তারকা। সাফ জানালেন, লিওনেল মেসির সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা সুস্থ ও গঠনমূলক। আর্জেন্তাইন তারকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই তিনি এত বড় খেলোয়াড় হতে পেরেছেন বলেও অকপটে স্বীকার করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

Miss. Debarshi Tanti.

শিশুটির নাম দেবর্ষি তাঁতী।

পিতা নিখোঁজ (নাম জানা নেই) ও মাতার নাম সঙ্করী গৌর। জন্মের তারিখ ১১-০৫-২০১৯ইং। উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে আগরতলা নরসিংগরস্থিত 'আমাদের ঘর' শিশু দত্তক গৃহে রয়েছে। এই শিশুটির প্রতি তার পিতা/মাতা বা নিকট আত্মিয়জনদের কোন দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আগরতলা নরসিংগরস্থিত 'আমাদের ঘর' শিশু দত্তক গৃহের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এই শিশুটিকে অন্যত্র দত্তক দেয়া হবে। যোগাযোগ ঠিকানা আমাদের ঘর, নরসিংগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক
জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়
খোয়াই ত্রিপুরা জেলা

ICA/D-767/19-20

PRESS NOTICE INVITING e TENDER NO:-12/EO/TRRDA/ 2019-20 date: 19/08/2019

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA (RRP-II)

e-Procurement Notice

The Government of India has received a loan/credit number "P124639" under PMGSY (Rural Road Project Rural Road Financing towards the cost of Rural Roads Project (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) and intends to apply a part of the fund to cover eligible payments under the contracts for upgradation of work as detailed below. Bidding is open to all bidders from eligible source countries as defined in the bidding document.

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the item rate bids in clectronic tendering system for upgradation of road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the Gonati district of Tripura for 6 number of packages (6 road works) with estimated cost for 4500.39 lakh including maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway / Other State PWD/Central & State Public Sector undertakings*,

Date of reicase of Invitation for Bids through c-procurement: 19/08/2019 (dd/mm/yyyy)

Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities. The bidders are required to submit (a) original Demand Draft towards the cost of bid document and ib) original bid security in approved form and (c) original affidavit regarding correctness of information furnished with bid document as per provisions of Clause 4.4 B (a) (ii) of ITB with Empowered Officer, Tripura RRDA, 7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala upto or bclore the time and date of submission of bids cither by registered post or by hand, failing which the bids shall be declared non-responsive.

Last Date/ Time for receipt of bids through e-procurement: 25/09/2019 upto 1500 HRS.

For further details please log on to www.pmgsy tenderstrp.gov.in

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

*Non-registered bidders may submit bids; however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract.

ICA/C-870/19

আবারো সৌরভ গাঙ্গুলীকে এই অপমান করলেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর, বাড়ল বিবাদ

ভারতের প্রাক্তন খেলোয়াড় সঞ্জয় মঞ্জরেকর সবসময়ই নিজের উটপটাং বয়ানের জন্য খবরের শিরোনামে থাকেন। এই তালিকায় তিনি বুধবার সিওএ দ্বারা আয়োজিত তারকা খেলোয়াড়দের মিটিংয়ে যেখানে কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল সেখানে সৌরভ গাঙ্গুলীকে অপমান করেছেন। এই মিটিংয়ে সৌরভ গাঙ্গুলী কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের সঞ্ঙগে যুক্ত দিশা নির্দেশের কড়া বিরোধ করেন। তিনি বলেন যে এর ফলে বেশ কিছু প্রতিভা আমাদের থেকে দূরে চলে যাবেন। যা নিয়ে মঞ্জরেকর দাদা বিরোধ করে সরাসরি তাকে অপমান করেন।সৌরভ গাঙ্গুলী মিটিংয়ে নেন দ্রাবিড়ের পক্ষভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী মিটিং চলাকালীন রাহুল দ্রবিড়ের পক্ষ নিয়ে বলেন যে,'ওর উপর কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের অভিযোগ অনুচিত। কিন্তু যদি তিনি ভারতীয় জুনিয়র ক্রিকেট আর এনসিএর জন্য নিজের সময় আর অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন তো নিজের জীবিকার জন্য কোম্পানীতে চাকরি করা নিয়ে আপনি কিভাবে কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের অভিযোগ করতে পারেন'।আসলে দ্রাবিড়ের উপর অভিযোগ রয়েছে যে তিনি বর্তমানে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টার আর তিনি ইন্ডিয়া সিমেন্টস গ্রুপের উপাধ্যক্ষও। ইন্ডিয়া সিমেন্টস গ্রুপ আইপিএল ফ্রেঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংসের মালিকও। দ্রাবিড়কে এই মামলায় বিসিসিআইয়ের এথিক্স অফিসার নোটিশও পাঠিয়েছেন। কিছু আগে গাঙ্গুলী বলেছিলেন যে ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্বে মাত্র কিছু এমন খেলোয়াড়ই আছেন যাদের কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, এই কারনে তাদের উপর কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের অভিযোগ আনা ভুল হবে।মঞ্জরেকর গাঙ্গুলীর পক্ষের করলেন বিরোধসঞ্জয় মঞ্জরেকর আর সৌরভ গাঙ্গুলী আরো একবার বাদ-বিবাদে পড়ে গিয়েছেন। সিওএর বৈঠকে একদিকে যেখানে দাদা কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন অন্যদিকে এই বৈঠকে উপস্থিত একটি সূত্র ইন্ডিয়া টুডেকে বলেছেন,'মঞ্জরেকর বলেছেন যে তিনি একটি পেশায় খুশি। তিনি ভীষণই দ্রুত একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর কমেন্টিতে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন যখন তিনি জব অফার পান তো তিনি অন্য কোনো কাজ করতে পরিস্কার মানা করে দেন'।এর আগেও কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্ট নিয়ে বলেছেন মঞ্জরেকরএটা প্রথমবার নয় যখন মঞ্জরেকর এই বিষয়ে নিজের রায় দিলেন। এর আগে ৪ এপ্রিল তিনি নিজের রায় ব্যক্ত করে টুইটও করেছিলেন। যখন প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীকে বিসিসিআইয়ের লোকপাল কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের নোটিশ পাঠিয়েছিল। তিনি টুইট করে লিখেছিলেন, 'আমি যে কোনো কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্ট থেকে বাঁচার একটা দুর্দান্ত উপায় জানি। লোভ থেকে বাঁচা'।পনাদের জানিয়ে দিই যে এটা প্রথমবার নয় বরং এটা বলা ভুল হবে না যে সঞ্জয় মঞ্জয়রেকর আর সৌরভ গাঙ্গুলী নিজেদের ক্রিকেট এক্রিয়ারের শুরুর দিন থেকেই একে অপরের ভাবনাচিন্তায় সহমত ছিলেন না। বিশ্বকাপ চলাকালীণও এই দুজনে একে অপরের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছিলেন আর মিটিং চলাকালীনও একে অপরের মতে অসহমত দেখা গেল।

NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/01/2019-20 dated 31/05/2019

The **Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **18/06/2019.**

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of Technical Bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	Proposed construction of Tripura Judicial Academy at Narsingarh, West Tripura/S.H. Construction of Academic Building and Administrative Building, Hostel Building, Quarters of the Director, Deputy Director and 03(three) Nos, each of Type-III and Type-II Quarters for Grade-III Staffs / Building portion including internal water supply, Sanitary installation, Sewage and Drainage works. DNIT. No. CE(Buildings)/ PWD/DNIT/ACE/Project/11/2019-20	Rs. 16,90,58,696.00	Rs. 16,90,587.00	24(Twenty four) Months	U pto 15.00 Hrs on 04/ 09/2019	At 16.00 Hrs on 07/09/ 2019	http:// tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted

(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Designation :- Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura.

ICA/C-866/19

টেস্টে রোহিতের জায়গা পাকাপাকি করার জন্য পরামর্শ দিলেন সৌরভ

ওয়েবডেস্ক: একদিনের ক্রিকেটে ঝুড়িঝুড়ি রেকর্ড তাঁর। ইদানীং কালে বিরাট কোহলির পর একদিনের ক্রিকেটে সব থেকে সফল ক্রিকেটার তিনিই। আবার বিশ্বকাপের কথা বললে তো সবাইকে ছাপিয়ে রোহিত শর্মারই রাজত্ব ছিল। কিন্তু ক্রিকেটের ফরম্যাট যখন টেস্টে বদলে যায়, তখনই যেন রোহিত শর্মা বিশেষ গুরুত্ব পান না। ছ''বছরের টেস্ট জীবনে ভীষণ ভাবেই অনিয়মিত তিনি। সুযোগ পেলে দু''একটা অর্ধশতরান তিনি করছেন তিনিই, কিন্তু কখনই টেস্টে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে রোহিতকে টেস্ট দলে নিয়মিত খেলানোর জন্য একটি উপায় বাতলে দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।সৌরভের মতে, টেস্টেও ওপেং করুক রোহিত। ইংরেজি দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়ায় একটি অনুচ্ছেদ লিখেছেন সৌরভ। সেখানেই তিনি এই কথা বলেন। তাঁর কথায়, ''আমার মতে, রোহিতকে ওপেনিংয়ে নিয়ে এলে বিশ্বকাপের ভালো ফর্মটাই বজায় থাকবে ওর। অন্যদিকে মিডল অর্ডারে রাহানেকে খেলানো হলে, সেখানেও একটা স্থিতিশীলতা আসবে।''রোহিত শেষ টেস্ট খেলেছেন গত বছর ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে। ওই টেস্টের প্রথম ইনিংসে অর্ধশতরান করেছিলেন তিনি। তার আগে ওই বছরের শুরুতে সাউথ আফ্রিকা সফরে চার ইনিংসে মাত্র ৭৮ রান করে দল থেকে বাদ পড়েন রোহিত। অথচ রোহিত একদিনের ম্যাচে যা ফর্মে ব্যাট করেন, সেটা টেস্টে দেখালে ভারতের যে আখেরে খুব লাভ হবে, তা তো বলাই বাহুল্য। এখন দেখার সৌরভের এই পরামর্শ বিরাট কোহলি এবং টিম ম্যানেজমেন্ট মানেন কি না।

ভারতকে নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে মিয়াঁদাদ

সরফরাজ আহমেদ, শোয়েব আখতার, শহীদ আফ্রিদির পর এবার জাভেদ মিয়াঁদাদ। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা হয়েছে। তার পর থেকেই পাকিস্তানের একের পর এক ক্রিকেট তারকা বেঁফাস মন্তব্য করে চলেছেন। এবার সেই তালিকায় নতুন নাম জাভেদ মিয়াঁদাদ। এক টিভি চ্যানেলকে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় তিনি আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না। ভারত নিয়ে একের পর এক বেলাগাম মন্তব্য করে বসলেন। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। নেটিজেনরা প্রশ্ন করেছেন, তাঁর মতো একজন তারকা ক্রিকেটার কী করে কোনও দেশ নিয়ে প্রকাশ্যে এমন সব মন্তব্য করতে পারেন! যদিও মিয়াঁদাদের এমন বেফাঁস মন্তব্য এই প্রথম নয়। এর আগেও আগে-পরে কিছু না ভেবে মন্তব্য করে বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WEST DIVISION : KHUMULWNG.

NOTICE INVITING TENDER NO:- 07/EE(W)/ADC/2019-2020/ dt, 19-08-2019

sealed percentage rate tender are invited in PWD Form-7 by the Executive Engineer, West Division, TTAADC on behalf of T.T.A.A.D.C. Authority from bonafied resourceful Construction Agencies/Firms/Enlisted electrical Contractors registered in appropriate class of TTAADC/any State PWD/CPWD/ MES/Railway P & T upto 3.00 P.M. on 28-08-2019 for the following work:-

Sl No.	Name of work & DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	2	3	4	5
	1. Maintenance of "Internal Electrification"/Providing panel board & Armored cable at council Bhawan, TTAADC H/Q Complex, Khumulwng. DNIT No : 09/EE(W)ADC/2019-20/, Dated , 17/08/2019.	Rs. 5,29,540.00	Rs. 5,295.00	30(thirty) days.
	2. Maintenance of Toilet block at Council Bhawan, TTAADC, Khumulwng during the year 2019-20. DNIT No : 10/EE(W)ADC/2019-20/, Dated , 19/08/2019.	Rs. 4,98,616.00	Rs. 4,986.00	30(thirty) days.

Detailed tender notice and terms and condition can be seen at the Office of t he Undersigned during Office hours on any working day upto 1500 Hrs of 23/08/2019 and website of TT AADC.

For detailed please visit.

For details please visit
www.tripura.gov.in for state.
For details please visit:
www.ttaadc.gov.in

(Er. J. Debbarma)
Executive Engineer
West Division, TTAADC,
Khumulwng

TTAADC/ICAT/C-33/19

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পারদর্শিতার সঙ্গে শেষ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের জেলাগুলির জেলাশাসকদের ভূমিকা অন্যতম।একই সঙ্গে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকেও সরকারি আধিকারিকদের সাথে সমন্বয় রেখে উন্নয়নমুলক কাজগুলি রূপায়ন করে ত্রিপুরাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে হবে। আজ আগরতলার প্র'ভবনে নগরোন্নয়ন দপ্তর আয়োজিত নগর উন্নয়ন প্রকল্প এবং এন জি টি(ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইব্যুনাল)-এর নির্দেশিকাগুলি সম্পর্কিত কর্মশালা সহ এক পর্যালোচনা সভার সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, জেলাশাসকদের সময়কাল সাধারণত ৩ থেকে ৪ বছর থাকে। এটাই তাদের জন্য সুবর্ণ সময়। কারণ এই সময়ের কার্যকালে জেলাশাসকগণ সমস্ত দপ্তরের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে পারেন। তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেকোন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে জেলাশাসকদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে ব্যক্তি যেই পদে কর্মরত রয়েছেন তিনি যেন সময়ের মধ্যে নিজের কাজ সম্পাদন করেন। এটাই হচ্ছে পারদর্শিতা যা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিচার ধারা ।তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রধান ব্যক্তির কাজ করার মানসিকতা থাকায় তাঁর অধিনস্ত সকল ব্যক্তিদের মধ্যেই কাজ করার মানসিকতা জেগে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী নগর সংস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা উপস্থিত চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের উদ্দেশ্যে বলেন, পারদর্শিতা, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা ব্যক্তির কথা জনগণ সর্বদাই মনে রাখেন। এর উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, লালবাহাদুর শা' সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন বলে ভারতবাসী এখনও তার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ করেন। তিনি কর্মশালায় উপস্থিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পগুলো পর্যবেক্ষণ করে নির্দিষ্ট সময়ে রূপায়িত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বশাসিত নগর সংস্থাগুলির ছোট ছোট প্রকল্প রয়েছে। এই নগর সংস্থাগুলির মাধ্যমে রাজ্যের ৫০ শতাংশ জি ডি পি আসে। তাই ত্রিপুরাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হলে শহরেরও উন্নয়ন করতে হবে। স্বনির্ভর নগর সংস্থা গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের রাজস্ব আয় বেড়ে ২৬ শতাংশ হয়েছে যা বিগত সরকারের আমলে ছিল মাত্র ৯.৮ শতাংশ। তাই নগর সংস্থাগুলিকেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রেখে নিজস্ব আয় বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনগণের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, নর্দমা পরিষ্কার প্রভ'তি পরিষেবার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করতে হবে। তবেই কর প্রদানের ক্ষেত্রেও জনগণ আরও বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাই সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় আলোচনাকালে নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে নগর সংস্থাগুলি কিভাবে শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, সবিস্তার প্রকল্প রিপোর্ট (ডি পি আর) তৈরী করার বিষয় সহ নগর সংস্থাগুলির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেন। স্বাগত বক্তব্যে নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড. মিলিন্দ রামটেকে বলেন, রাজ্যের নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলির মধ্যে মোট জনসংখ্যা রয়েছে ২৩ শতাংশ। তিনি বলেন, রাজ্যের নগর সংস্থাগুলির সম্পত্তি কর আদায়ের ক্ষেত্রে মূল্য পৃথক রয়েছে। তাই সবগুলি সংস্থার জন্য একই মূল্য করার বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। যেখানে জলের সংযোগ এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি সেখানে নগর সংস্থাগুলির টুয়েপ-এর অর্থে, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অর্থে বা নিজস্ব রাজস্ব আয় থেকে অর্থ বরাদ্দ করে জলের সংযোগ দেওয়া যাবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (নগর) প্রকল্পের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বা'ল এবং দেশের পাহাড়ি রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরার সাফল্য সবচেয়ে ভাল। ২০২২ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা থাকলেও ত্রিপুরায় ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া তিনি কঠিন বজ্য´ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করতে মহিলা স্বসহায়ক দলগুলিকে যুক্ত করতে গুরুত্ব আরোপ করেন। এখন পর্যন্ত নগর সংস্থার ৩১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯৮টি ওয়ার্ডে এই প্রকল্প চালু হয়েছে বলে তিনি জানান।পর্যালোচনা সভায় আগরতলা পুর নিগম সহ ২০টি স্বশাসিত নগর সংস্থা অর্থাৎ পুর পরিষদ এবং নগর প'ায়েতের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এবং মহকুমা শাসকগণ নিজ নিজ পুর পরিষদ এবং নগর প'ায়েত এলাকার শহর উন্নয়নের রূপরেখা সবিস্তারে তুলে ধরেন। পর্যালোচনা সভায় আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা ছাড়াও ১৯টি পুর পরিষদ এবং নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারপার্সন, জেলাশাসকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নীরব মোদীকে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশ কারাগারেই থাকবে, ব্রিটেন আদালতের

লন্ডন, ২২ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের পিএনবি প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত ফেরার হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদীকে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশ কারাগারেই থাকবেন। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে ব্রিটেনের ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট।

এদিন জেল থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে মামলার শুনানিতে উপস্থিত থাকেন মোদী। বিচারক ট্যান ইক্রম তাঁকে জানান, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর বিচারের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট হবে। সেদিনও ভিডিওলিংকের মাধ্যমেই আদালতে হাজিরা দিতে হবে মোদীকে।

এদিন স্বল্প সময়ের শুনানিতে জেলের পোশাক ট্র্যাক শ্যুটে দেখা গিয়েছে নীরব মোদীকে। ভিডিওলিংকে তাঁকে শান্তই দেখিয়েছে। ভারত সরকারের প্রত্যর্পণের আবেদনের ভিত্তিতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের জারি করা ওয়ার‍্যান্টের জেরে গত মার্চ মাসে গ্রেফতার হওয়ার পরে নীরব মোদীর ঠিকানা দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের ওয়্যান্ডসওয়ার্থ জেল। গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েক বার জামিনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন নীরবের আইনজীবী। তবে প্রতি বারই তাঁর আবেদন নাকচ হয়েছে ব্রিটিশ আদালতে। গত জুন মাসে চতুর্থ বার তা নাকচ করে ব্রিটিশ হাইকোর্ট।

দামছড়ায় ইনজেকটিং ড্রাগস ইউজার এর উপর বিশেষ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট ।। উত্তরজেলার দামছড়াতে রাজ্যের সবচেয়ে বেশি ড্রাগস ও এইডস্ রোগীর সংখওা রয়েছে এবং বৃদ্ধির সংখ্যা প্রচন্ডভাবে উর্ধমুখঈ হওয়ায় ত্রিপুরা এইড্স কন্ট্রোল বোর্ড এই এলাকা অর্থাৎ পানিসাগর মহকুমায় রাজ্যের মানুষের রক্ষার্থে এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসুচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার দামছড়াতে ইনজেকটিং ড্রাগস ইউজারের উপর বিশেষ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিথ ছিলেন পানিসাগর মহকুমা শাসক এল ডারলং, দামছড়ার বিডিও পিযুষ দেব, সংস্থার চেয়ারম্যান ডাঃ শরদিন্দু রিয়াং সহ অন্যান্যরা। বাংলা, ইংরেজি, লুসাই, ব্রু এবং হানামদের ভাষঅ ছুঁ এই পাঁচটি ভাষার মাধ্যমে পোস্টার এবং লিফলেট বানিয়ে এলাকার বিভিন্ন গ্রামগুলিতে ড্রাগস বিরোধঈ পদক্ষেপ এবং এর ক্ষতিকারক দিকগুলি লিলখে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৩টি গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্তরা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগন এবং ড্রাগস্ ব্যবহারকারী পরিবারের লোকজন এই সভায় যোগদান করে। ৬৫ জনের এইচ আই ভি টেস্ট করা হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যের যে চিত্র উঠে এসেছে, নাতে পানিসাগর মহকুমায় ২০১৯ এর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ইনজেকটিং ড্রাগস ইউজারের মাধ্যমে এইচ আই ভি'র প্রকোপ রাজ্যের ৪০ জনের মধেও ৩৭ জনই এই মহকুমায়। তাই এই অনুষ্ঠানে ড্রাগস ব্যবহারকারী পরিবারের লোকজনদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

অনেক মহিলারা নির্যাতনের অব্যক্ত কাহিনী কাউকে শুনাতে পারেন না ঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। নির্যাতিত মহিলাদের সাহায্যে নরসিংগরস্থিত সংযোজিত আঞ্চলিক দিব্যাঙ্গজন পুনর্বাসন কেন্দ্র চত্বরে “ওয়ান স্টপ সেন্টারের’ দ্বারোদঘাটন করা হয়েছে আজ। ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের “সখী” নামাঙ্কিত এই পশ্চিম ত্রিপুরা ওয়ান স্টপ সেন্টারের নিজস্ব নবনির্মিত দ্বিতল পাকাবাড়ির দ্বারোদঘাটন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। তাঁর কথায়, অনেক মহিলারা নির্যাতনের অব্যক্ত কাহিনী কাউকে জানাতে পারেন না। এই সেন্টারটি তাদের জন্যই গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ওই সেন্টারটি ২০১৭ সালের ৪ এপ্রিল থেকে মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে পরিচালনা করা হত। এদিন পশ্চিম ত্রিপুরা ওয়ান স্টপ সেন্টারের দ্বারোদঘাটন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, বিভিন্নভাবে মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছেন। এই নির্যাতনের কথা কখনও প্রকাশ পায়, আবার কখনও কেউ জানতে পারেন না। এই “ওয়ান স্টপ সেন্টার”-এ নির্যাতিত মহিলাদের জরুরী চিকিৎসা, আইনী সহায়তা, পরামর্শ প্রদান, মানসিক প্রশান্তির জন্য কাউন্সিলিং করানো সহ প্রাথমিক পর্যায়ের নির্যাতিতাদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

তাঁর দাবি, মহিলা ও পুরুষের প্রতি সমদৃষ্টিভঙ্গীই দেশকে উন্নততর করতে পারে। মহিলারাদের সুরক্ষায় পুরুষদেরও সচেতন করা প্রয়োজন। সুকল কলেজে বিভিন্ন আইনী পরিষেবা সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির করতে হবে। তিনি বলেন, অনেকে জানা সত্ত্বেও নির্যাতিতাদের পাশে থাকেন না। সহযোগিতা করেন না। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সাথে যোগ করেন, ক্লাব, সামাজিক সংস্থাগুলোকে এ সম্পর্কে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ গ্রহণ করতে হবে।

তিনি জানান, আগামী ১ বছরের মধ্যে রাজ্যে বাকি ৭টি জেলাতেও এধরনের সেন্টার খোলার লক্ষ্যমাত্রা ছয়ের পাতায় দেখুন

নরেন্দ্রপুরে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, পিটিয়ে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা

নরেন্দ্রপুর, ২২ আগস্ট (হি.স.): গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে। নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরপুরের ঘটনা। গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। গৃহবধূর মা কবিতা মণ্ডলের অভিযোগ, পিটিয়ে খুন করার পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করার জন্যই গৃহবধূ জবা সোনাকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যরা। বুধবার রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ গিয়ে বধূর দেহ উদ্ধার করেছে। দেহ বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় মৃতার স্বামী বিপ্লব সোনাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, বছর চারেক আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবের সঙ্গে বিয়ে করেছিল জবা। বিয়ের পর তারা বাড়িতে ফিরে এলে জবার পরিবারের তরফ থেকে বিপ্লব ও তার পরিবারকে নগদ ৩০ হাজার টাকা ও বেশ কিছু সোনার গয়না দেওয়া হয় যৌতুক হিসেবে। কিছুদিন ঠিকঠাক থাকার পর বিপ্লব ও তার পরিবারের লোকেরা আরও টাকা পয়সা বাপের বাড়ি থেকে আনার জন্য জবার উপর চাপ দিতে থাকে। তা না আনায় বিভিন্ন ভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনও করা হত বলে অভিযোগ। খেতে, পড়তে দেওয়া এমনকি অসুস্থ হলে চিকিৎসাও করানো হত না বলে দাবি ছয়ের পাতায় দেখুন

ফের কাঁপল হিমাচল প্রদেশ

শিমলা, ২২ আগস্ট (হি.স.): সাতসকালে মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। চম্বা জেলা ছাড়াও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে সংলগ্ন অঞ্চলেও। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ২.৭উ এই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ ভূকম্পনও সেভাবে টের পাননি মানুষজন।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মাইক্রোব্লগিং সাইট মারফত জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ০৪.৫০ মিনিট নাগাদ ২.৭ তীব্রতার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয় হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলায়।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩২.৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৬.৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। ভূপৃষ্ঠ থেকে সামান্য গভীরতায় উৎসস্থল হলেও, ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তাই ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

অর্থ তছরুপ মামলা ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন রাজ ঠাকরে, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

মুম্বই, ২২ আগস্ট (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই অর্থ তছরুপ মামলায় অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)উ এবার অর্থ তছরুপ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএম) প্রধান রাজ ঠাকরেকেউ

আইএলঅ্যান্ডএফএস সংস্থার অর্থ লগ্নি সংক্রান্ত নয়ছয়ের অভিযোগে রাজ ঠাকরেকে ডেকে পাঠিয়েঠিল ইডিউ সেই মতো বৃহস্পতিবার সকালেই মুম্বইয়ে এনফোর্সমেন্ড ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন রাজ ঠাকরেউ ইডি সূত্রের খবর, অর্থ তছরুপ মামলায় মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএম) প্রধান রাজ ঠাকরের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছেউ

রাজ ঠাকরেকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে এদিন মুম্বইয়ে ইডি-র দফতরের নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছেউ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ইডি-র দফতরের বাইরে মোতায়েন রয়েছে পুলিশউ শুধুমাত্র রাজ ঠাকরে নন, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর যোশীর ছেলে উমেশকেও ডেকে পাঠিয়েছে ইডিউ এমএনএস-এর বক্তব্য, এই জিজ্ঞাসাবাদ বিজেপির রাজনৈতিক চক্রান্তউ বিজেপি অবশ্য অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে

URGENT REQUIREMENT
Direct joining for Airlines (M/F) Ground staff,Air ticketing, CSA, GSA, Supervisor, Take Boy, Store In charge, Driver, Eligibility (10 to Graduate) Salary (28500 to 7 2 5 0 0) Food+Room Send Resume at this WhatsApp
09711775016
09654270677

গ্রেফতার পি চিদম্বরম : উদ্বিগ্ন সলমন খুরশিদ ও কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): দিনভর দৌড়েও বিশেষ লাভ হয়নিউ ৰুধবার পি চিদম্বরমের জামিন-আর্জির শুনানি হয়নি সুপ্রিম কোর্টেউ শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, আগামী শুক্রবারের (২৩ আগস্ট) আগে পি চিদম্বরমের আর্জি শোনা সম্ভব নয়উ তার আগেই বুধবার রাতেই আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)উ সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগে পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করা নিয়ে মুখ খুললেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সলমন খুরশিদউ পি চিদম্বরমকে গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা করে কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বলেছেন, ‘যা কিছু হল, তা খুবই বেদনাদায়কউ শুক্রবার বিষয়টি (জামিন-আর্জির শুনানি) তালিকাভুক্ত করা হয়েছেউ সুপ্রিম কোর্ট কী নির্দেশ দেয়, তা দেখার জন্য শুক্রবার পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতেই পারতেন।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় পি চিদম্বরমের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল বলেছেন, ‘আইনজীবী হিসেবে আমাদের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় এটিউ নাগরিক হিসেবেও উদ্বিগ্ন আমরাউ’ প্রসঙ্গত, আবেদনে ত্রুটি থাকার কারণে পি চিদম্বরমের আর্জি শোনেনি সুপ্রিম কোর্টউ শুক্রবারের আগে শুনানি সম্ভব নয় বলেই জানিয়ে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতউ তার আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে পি চিদম্বরমকে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বপ্নপূরণ যাত্রায় বাধা ও গ্রেফতার

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি. স.) : ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বপ্নপূরণ যাত্রা’য় নানা স্থানে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীদের বাধা দেওয়া ও গ্রেফতারের খবর পাওয়া গিয়েছে। মোর্চার কলকাতা উত্তর শহরতলির সভাপতি অভিজিৎ দাস এবং মোর্চার হাওড়া টাউন সভাপতি ওমপ্রকাশ ছয়ের পাতায় দেখুন

৩৭০ অনুচ্ছেদ ইস্যু থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্যই গ্রেফতার করা হয়েছে পি চিদম্বরমকে, বাবার গ্রেফতারির প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া কার্তির

চেন্নাই, ২২ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ নাটকের অবসান হয়েছে বুধবার রাতেই। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় বুধবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমকে। তাঁর গ্রেফতারির আশঙ্কা ছিলই। সেই মতো বুধবার রাতে চিদম্বরম প্রকাশ্যে আসার পরে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান সিবিআই ও ইডি অফিসাররা। দরজা না খোলায় দেওয়াল টপকে বাড়িতে ঢোকেন তাঁরা। এর পরেও নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত রাতেই পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করে সিবিআই। পি চিদম্বরমের গ্রেফতারির প্রেক্ষিতে তাঁর ছেলে কার্তি চিদম্বরমের প্রতিক্রিয়া, ”৩৭০ অনুচ্ছেদ ইস্যু থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্যই গ্রেফতার করা হয়েছে পি চিদম্বরমকে।”

বৃহস্পতিবার সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিদম্বরম পুত্র কার্তি বলেছেন, ”সমস্ত কিছুই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।....আমাকেও ১০ বার সমন পাঠানো হয়েছিল। প্রতিবারই ১০-১২ ঘন্টার জন্য হাজিরা দিয়েছিলাম। ১১ দিনের জন্য আমিও সিবিআই-এর অতিথি ছিলাম। এটি কোনও মামলাই নয়। আইএনএক্স মিডিয়ার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই।” এরপরই বাবার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম বলেছেন, ”৩৭০ অনুচ্ছেদ ইস্যু থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্যই এই গ্রেফতারি।” উল্লেখ্য, ইউপিএ জমানায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকার সময় আইএনএক্স মিডিয়ায় ৩০৫ কোটির বিদেশি অনুদানের অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই সময় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রকের অধীন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন বোর্ডের (এফআইপিবি) অনুমোদন নিতে হত। অভিযোগ, এই সেই সময় আইএনএক্স মিডিয়ায় ৩০৫ কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগে বেআইনি ভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ ওঠার পরই তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় আর্থিক দুর্নীতির তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। প্রাথমিক তদন্তের পর ইডি দাবি করে, ওই ৩০৫ কোটি টাকা যে সংস্থায় ট্রান্সফার হয়েছিল, সেটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরম। ইডির আরও দাবি, কার্তির হস্তক্ষেপেই এফআইপিবি এই বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছিল। আইএনএক্স মিডিয়া ছাড়াও এয়ারসেল-ম্যাক্সিস চুক্তিতেও অসঙ্গতির অভিযোগ রয়েছে চিদম্বরম এবং তাঁর ছেলে কার্তির বিরুদ্ধে। এই সংস্থাতেও ৩৫০০ কোটির বিনিয়োগে এফআইপিবির অনুমোদনে অসঙ্গতির অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত চলছে সেই অভিযোগেরও।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।